যিশুর পবিত্র হৃদয় ও দেহ-রক্তের মহাপর্ব

প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২০ ❖ ২ - ৮ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

আমিই জীবনময় খাদ্য

আমিই সেই জীবনদায়ী রুটি

খ্রিস্টের দেহ ও রক্ত:
কাথলিক বিশ্বাস ও জীবন-আচরণ

প্রয়াত জন ডি'কস্তা
জন্ম: ২ মে, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৪ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
মহাখালী, ঢাকা

শ্রদ্ধাঞ্জলি

"তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম"

প্রিয় দাদু,
দেখতে দেখতে চারটি বছর চলে গেল। ফিরে এলো সেই স্মৃতিময়, শোকাহত স্মরণীয় দিনটি, যেদিন তুমি ইহজগতের সমস্ত স্নেহ ও মায়া-মমতার বন্ধন ছিন্ন করে এই সুন্দর পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছ।

তোমার সেই স্মৃতিময় দিনগুলো আজও আমাদের কাঁদায়। স্বর্গধাম হতে আমাদেরকে আশীর্বাদ করো দাদু। পরম করুণাময় ঈশ্বর তোমাকে অনন্ত সুখ দান করুন। এ প্রার্থনায় –

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে –
বড় ছেলে-ছেলে বউ: টিটু ও জুঁই ডি'কস্তা
নাতী: দূর্লভ ও দর্পণ ডি'কস্তা
মহাখালী, ঢাকা

ছোট ছেলে - ছেলে বউ: লিটু ও লীনা ডি'কস্তা
নাত্নী: গ্রেস ও এন্জেল ডি'কস্তা
টরন্টো, কানাডা
সহধর্মিনী: আন্না ডি'কস্তা

বিজ্ঞ/১১৭/২৪

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

স্বর্গীয় জুলিয়ান গমেজ
জন্ম: ২৭ জানুয়ারী ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১লা জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

পিতা: মৃত বেনেডিক্ট গমেজ
মাতা: মৃত তেরেজা গমেজ
গোপাল মাদ্বর বাড়ী
নতুন তুইতাল, নবাবগঞ্জ-ঢাকা।

শান্তি মহা শান্তি মাঝে তুমি আছ,
সুন্দর ঐ রম্য দেশে তুমি আছ।

দেখতে দেখতে একটি বছর পার হয়ে আবার এলো সেই বেদনা বিদুর দিনটি। ১লা জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, যেদিন তুমি আমাদের প্রত্যেককে কাঁদিয়ে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে পরম পিতার ডাকে ঐশ্যরাজ্যে চলে গিয়েছ। তোমার অভাব ও শূন্যতা প্রতিক্ষণে আমাদের দুঃখ দেয়। জুলিয়ান গমেজ ছিলেন একজন সৎ, সহজ সরল, হাসিখুশি, দায়িত্ববান, নিষ্ঠাবান এবং পরোপকারী মানুষ। কর্মজীবনে তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করেছেন। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের প্রত্যেককে আর্শীবাদ করো আমরা যেন তোমার জীবনাদর্শ নিয়ে পথ চলতে পারি। প্রার্থনা করি পিতা পরমেশ্বর তোমাকে অনন্ত শান্তি ও বিশ্রাম প্রদান করুন।

তোমারই ভালবাসার ও স্নেহধন্য পরিবার
স্ত্রী: শান্তি গমেজ
ছেলে ও বৌমা: সঞ্জিত-স্মৃতি, অভিজিৎ-লাভলী, বাবু-নিপা ও রকি।
নাতি-নাতনী: শেন-স্যান্ড্রা, এ্যাজাম-এ্যাগনেশ।

বিজ্ঞ/১১৬/২৪

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ২০
০২ জুন - ০৮ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
১৯ - ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
ইভান্স গমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

ভালোবাসার আকর যিশু হৃদয়ের আহ্বান ভালো থাকুক মানবকূল ভালো রাখুক বিশ্বজগৎ

স্বর্গে ও পৃথিবীতে সবকিছুই সম্ভব ভালোবাসার মধ্যদিয়ে। চিরাচরিত বিশ্বাস অনুয়ায়ী স্বর্গ এমন একটি অবস্থা যেখানে সর্বদা সুখ, আনন্দ ও ভালোবাসা বিরাজ করে। কেননা স্বর্গে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর নিত্য বিরাজিত। ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যখন মানুষ অবস্থান করে তখন সে স্বর্গের সুখেই থাকে তা যেখানেই হোক। পবিত্র বাইবেলের আদিপুস্তকে বর্ণিত আছে প্রথম মানুষ এদেন বাগানে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে পরম আনন্দেই ছিল। মানুষের পৃথিবী স্বর্গতে পরিণত হয়েছিল; কেননা প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে ছিল সামঞ্জস্যতা এবং মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে ছিল সুসম্পর্ক। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের হৃদয়ে ছিল মানুষের অবস্থান। যেহেতু তিনি মানুষকে আপন সাদৃশ্যে সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বরের হৃদয় থেকেই সৃষ্ট বলে মানুষ প্রকৃতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষ ঈশ্বরের হৃদয় তথা ভালোবাসা থেকে দূরে চলে গেলেও ঈশ্বর সর্বদাই ভালোবেসে গেছেন। ভুল-অন্যায়-অপরাধ বা পাপ করলেও মানুষকে ছেড়ে দেননি ঈশ্বর। বরং মানুষের প্রতি নিখাঁদ ভালোবাসার কারণে বিভিন্ন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ও প্রবক্তাদের প্রেরণ করেছেন পাপক্লিষ্ট মানুষকে সুপথে ফিরিয়ে এনে ঈশ্বরের ভালোবাসায় বেঁধে রাখতে। অনেক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও ঈশ্বরের হৃদয়ের আসন থেকে মানুষ বিতাড়িত হয়নি; কিন্তু মানুষই দূরে দূরে থাকে। পাপে নিমজ্জিত মানবজাতিকে উদ্ধার ও রক্ষা করতে ঈশ্বরের দ্বিতীয় ব্যক্তি যিশু নিজেই আসলেন এ পৃথিবীতে।

ঈশ্বরের পূর্ণ ভালোবাসা নিজ হৃদয়ে ধারণ করে নির্দিষ্ট সময়ে যিশু এ জগতে অবস্থান করেন। তাঁর জীবন ও কর্মে মানুষের প্রতি তাঁর দরদ ও ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। যিশু তাঁর নিঃস্বার্থ ভালোবাসা দেখিয়েছেন গরীব-দুঃখী, অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া, রোগি-অসুস্থ এবং পাপী-তাপীদের পাশে থেকে। পাপীদের মুক্তির জন্য ক্রুশে প্রাণোৎসর্গ করে এবং শত্রুদের ক্ষমা করে যিশু জগতের ভালোবাসাকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। মানুষকে ভালোবেসেই ঈশ্বর সৃষ্টি থেকে মুক্তি সবই সম্ভব করেছেন। হৃদয় ভালোবাসায় পূর্ণ বলেই যিশু মানুষকে সবসময় ভালোবাসায় আবদ্ধ রাখতে চান। তাইতো নিজ দেহ ও রক্ত দান করেন ভালোবাসার সাক্রামেন্ত খ্রিস্টপ্রসাদের মাধ্যমে। যিশুর দেহ-রক্ত দান ও গ্রহণের মধ্যদিয়ে ভালোবাসার এক অপূর্ব বিনিময় ঘটে। যিশু ভালোবেসে তাঁর দেহ-রক্ত নিজেকে দান করেছেন এবং আমরা গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তিতে ও ভালোবাসায় যিশুকে গ্রহণ করি পুণ্য প্রসাদে। মাণ্ডলিক ঐতিহ্য অনুযায়ী জুন মাসে খ্রিস্টানগণ যিশু হৃদয়ের প্রতি বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকে। এ বছর যিশু হৃদয়ে মহাপর্ব ৭ তারিখে পালিত হবে। তবে তাঁর আগে ভালোবাসার আরেক প্রকাশ যিশুর দেহ-রক্তের মহাপর্ব পালিত হবে ২ জুন।

ভালোবাসার অভিজ্ঞতা যাদের আছে তারা জানে ভালোবাসা কখনোই নিজের মধ্যে বন্দী থাকে না। তা ছড়িয়ে যায় ও ছাড়িয়ে যায়। তাই বলা যায় ভলোবাসার কারণেই ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ও যত্ন নিচ্ছেন। ভালোবাসাই ঈশ্বরের পরিচয়। মানুষকে ভালোবাসার উৎস যিশুর হৃদয় ভালোবাসাতে পূর্ণ। যে ভালোবাসাতে রয়েছে ক্ষমা, দয়া, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, ত্যাগ-তিতীক্ষা, শ্রদ্ধা-সম্মান, একতা-মিলন, সহযোগিতা-সহভাগিতা। যিশুর হৃদয়ের ভালোবাসাতে স্নাত হয়ে আমরা তা বাস্তব জীবনে চর্চা করলে যেকোন দুর্যোগ মোকাবেলা করা সম্ভব। সম্প্রীতি ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘূর্ণিঝড় 'রেমালের' তাণ্ডবে দিশেহারা সমুদ্র উপকূল বেষ্টিত জেলাগুলোর মানুষেরা। ৩৭ লাখের বেশি মানুষ সরাসরি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ক্ষতির পরিমাণ আরো অনেক বেশি হতে পারতো। কিন্তু বন্ধুরূপ সুন্দরবন নিজে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে মানবকূলকে রক্ষা করেছে। নিজেদের মঙ্গলের জন্যই তো আমাদেরকে প্রকৃতিকে ভালো রাখতে হবে, তাদের যত্ন নিতে হবে। ঘূর্ণিঝড়ের পরে হয়তো অনেকেই ত্রাণ সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসবেন; তবে তা লোক দেখানোর জন্য না হয়ে ভালোবাসার টানেই হোক। এই ভালোবাসাটা জাগ্রত থাকুক সবসময়। তাতেই মানবকূল ভালো থাকতে পারবে এবং প্রকৃতিকে ভালো রাখতে পারবে। †

আর তিনি তাঁদের বললেন, 'এ আমার রক্ত, সন্ধিরই রক্ত, যা অনেকের জন্য পাতিত। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে দিনে ঈশ্বরের রাজ্যে এই রস নতুন পান করব, সেইদিন পর্যন্ত আমি আঙুরফলের রস আর কখনও পান করব না। (মার্ক ১৪ : ২৪ -২৫)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

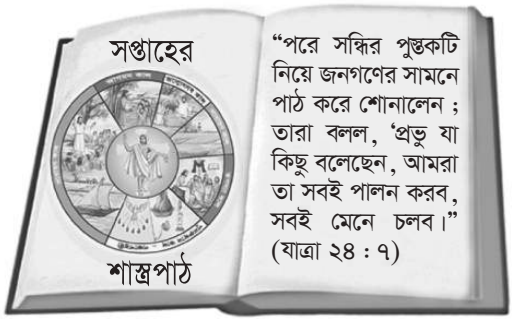

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ০২ জুন - ০৮ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

০২ জুন, রবিবার
খ্রীষ্টের পুণ্য দেহ-রক্তের মহাপর্ব
যাত্রা ২৪: ৩-৮, সাম ১১৬: ১২-১৩, ১৫-১৮, হিব্রু ৯: ১১-১৫, মার্ক ১৪: ১২-১৬, ২২-২৬

০৩ জুন, সোমবার
সাধু চার্লস লুয়াঙ্গা এবং **সঙ্গীগণ**, সাক্ষ্যমরণ, *স্মরণদিবস*
২ পিত ১: ২-৭, সাম ৯১:১-২, ১৪-১৬, মার্ক ১২: ১-১২
অথবা
মাকা ৭: ১-২, ৯-১৪, সাম ১৭: ১, ৫-৬, ৮, ১৫, যোহন ১২: ২৪-২৬

০৪ জুন, মঙ্গলবার
২ পিত ৩: ১২-১৫, ১৭-১৮, সাম ৯০: ২-৪, ৯-১০, ১৪, ১৬, মার্ক ১২: ১৩-১৭

০৫ জুন, বুধবার
সাধু বনিফাস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর, স্মরণদিবস
২ তিম ১: ১-৩, ৬-১২, সাম ১২৩: ১-২, মার্ক ১২: ১৮-২৭

০৬ জুন, বৃহস্পতিবার
সাধু নরবার্ট, বিশপ
২ তিম ২: ৮-১৫, সাম ২৫: ৪-৫, ৮-১০, ১৪, মার্ক ১২: ২৮-৩৪

০৭ জুন, শুক্রবার
যীশুর পরম পবিত্র হৃদয়, *মহাপর্ব*
হোসে ১১: ১, ৩-৪, ৮গ-৯, সাম ইসা ১২: ২-৩, ৪, ৫-৬, এফে ৩: ৮-১২, ১৪-১৯, যোহন ১৯: ৩১-৩৭

০৮ জুন, শনিবার
ধন্যা কুমারী মারীয়ার নির্মল হৃদয়, *স্মরণদিবস*
ইসা ৬১: ৯-১১, সাম ১ সামু ২: ১, ৪-৫, ৬-৭, ৮কখগঘ, লুক ২: ৪১-৫১

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

০২ জুন, রবিবার
+ ১৯২৮ বিশপ সান্তিনো তাভেজ্জা, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৫ সি. ভিনসেন্সা মন্ডল, সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ২০১৯ সি. ফ্রান্সিস টি. রুরাম (ময়মনসিংহ)

০৩ জুন, সোমবার
+ ১৯৮৯ সি. ফ্রান্সেস্কা তাঞ্জি, এসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৫ ব্রা. রবার্ট বেলারমিন হোগ, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৮ ব্রা. যোসেফ লিয়ন, সিএসসি

০৪ জুন, মঙ্গলবার
+ ১৯৮০ মন্সিনিয়র মাইকেল ডি' কস্তা (ঢাকা)

০৫ জুন, বুধবার
+ ১৯৫১ ফা. ভিত্তোরিও পেলেগ্রিনি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৭০ ব্রা. ভিক্টর এক্কা (দিনাজপুর)

০৬ জুন, বৃহস্পতিবার
+ ১৯২৪ সি. এম. এলজিয়ার, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৬ ফা. জুসেপ্পে জিত্তি, এসএক্স (খুলনা)

০৮ জুন, শনিবার
+ ১৯৭১ সি. ইম্মানুয়েল, এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)

বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী
THE CATHOLIC BISHOPS' CONFERENCE OF BANGLADESH (CBCB)

২৬ মে, ২০২৪ খ্রি.

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

পার্বত্য চট্টগ্রাম-মিয়ানমারের অংশ নিয়ে খ্রিস্টান রাষ্ট্র বানানোর ষড়যন্ত্র বিষয়ক বক্তব্য প্রসঙ্গে

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা হিসেবে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অব্যাহতভাবে অক্লান্ত, নিরলস ও নিবেদিত দেশনেত্রী হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। উপরন্তু দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য তিনি যে দৃঢ় ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন, তা আমরা বাংলাদেশের খ্রিস্টান সমাজ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার ও সমর্থন করি।

বিগত ২৩ মে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ গণভবনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন চৌদ্দ দলের প্রধান নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠকের সূচনা বক্তব্যে একটি বিষয় উল্লেখ করেছেন যা বিভিন্ন যোগাযোগ মিডিয়ায় প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। সেখানে তাঁর বক্তব্যের উদ্বৃতি দিয়ে যা বলা হয়েছে তার সারসংক্ষেপ হচ্ছে: "পূর্ব তিমুরের মতো, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং মিয়ানমারের কিছু অংশ নিয়ে একটি খ্রিস্টান রাষ্ট্র বানানোর ষড়যন্ত্র চলছে এবং চক্রান্ত এখনো আছে"।

উপরোক্ত খবরটি শুনে, আমরা বাংলাদেশের খ্রিস্টান সমাজ ও তার কর্তৃপক্ষ, "বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী" এবং "ইউনাইটেড ফোরাম অব চার্চেস" সত্যিই অবাক, বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন। সাম্প্রতিককালে কোন রাষ্ট্রকে "খ্রিস্টান রাষ্ট্র" বলে আখ্যায়িত করার যুক্তি ও প্রচলন বিরল। বিশ্বায়নের যুগে এবং অসাম্প্রদায়িক নীতির কারণে এরূপ আখ্যায়ন কোন ধর্মের জন্যেই সমর্থনযোগ্য নয়।

উল্লেখিত ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তার সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত পোষণ করছি। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য আপনার প্রচেষ্টাকে আমরা পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। এ কাজে আপনার প্রচেষ্টা যেন সফল হয় তার জন্য প্রার্থনা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রদত্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে, বাংলাদেশের কোন স্বার্থান্বেষী মহল, দেশে বিরাজিত ধর্মীয় সুসম্পর্ক, সম্প্রীতি ও শান্তি যেন কোনোভাবে বিঘ্নিত করতে না পারে এবং দেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে কোন হুমকির সম্মুখিন হতে না হয়, তার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সজাগ দৃষ্টি এবং প্রয়োজনবোধে নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সরকারের জন্য, সকল দেশবাসীর জন্য এবং সংশ্লিষ্ট দেশী-বিদেশী নেতৃবৃন্দের জন্য প্রার্থনা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

সবিনয় নিবেদনান্তে,

+ বিজয় ডি'ক্রুজ, ওএমআই

আর্চবিশপ বিজয় এন ক্রুজ, ওএমআই
আর্চবিশপ অব ঢাকা
সভাপতি: বাংলাদেশে কাথলিক বিশপ সম্মিলনী
সভাপতি: ইউনাইটেড ফোরাম অব চার্চ সংগঠন

ফাদার ভিনসেন্ট বাবুরাম হাসদা টিওআর

যিশু খ্রিস্টের দেহ ও রক্তের পর্ব

১ম পাঠ : যাত্রা ২৪: ৩-৮
সাম : ১১৬: ১২-১৩, ১৫-১৮
২য় পাঠ : হিব্রু ৯: ১১-১৫
মঙ্গলসমাচার : মার্ক ১৪: ১২-১৬, ২২-২৬

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা,

আজ আমরা যিশু খ্রিস্টের দেহ ও রক্তের পর্ব পালন করছি। আমাদের জন্য আজকের পর্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। যিশু নিজেকে খণ্ড খণ্ড করে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে বলেছেন, "আমার স্মরণার্থে তোমরা এই অনুষ্ঠান কর"। যিশুর দেহ ও রক্তের পর্ব দিবসে যিশুর এই কথাটি পরিপূর্ণভাবে পূর্ণতা পায়।

আমরা পুরাতন ও নতুন সন্ধিতেও এর অনেক মিল দেখতে পাই। যেভাবে মোশী সিনাই পর্বতে বলেছিলেন যে, এই হল ঈশ্বরের রক্তের সন্ধি তোমাদের জন্য বানিয়েছেন *(যাত্রা ২৪:৪)*। পুরাতন সন্ধি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় কিভাবে এই মনোনীত জাতি মিশরে ঈশ্বরের সাথে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ। আর যিশু নতুন সন্ধিতে পুরাতন সন্ধির পূর্ণতা দিয়েছেন- এ আমারই রক্ত যা তোমাদের পাপ মোচনের জন্য পাতিত হবে *(লুক ২২:২০)*। পুরাতন সন্ধি মিশরে ইস্রায়েলের বন্দিদশা থেকে মুক্তি নিশ্চিত করে আর নতুন সন্ধি পাপ ও মৃত্যুর দাসত্ব থেকে আমাদের রক্ষা করে।

যিশুর মুক্তিদায়ী নতুন সন্ধি: নতুন সন্ধির পানপাত্র কি? ইহুদী জাতির ধর্মের মূল ভিত্তি ঈশ্বরের সন্ধি ইস্রায়েল জাতির সাথে। এটি একটি সম্পর্ককে বোঝায় যা সন্ধির নিয়ম-কানুন পালন ও রক্ষা করার মধ্যদিয়ে নিশ্চিত করে। নিয়ম-কানুন ভঙ্গই হল ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক, যে বন্ধন তা ছেদ করা। যিশু নতুন সন্ধির মধ্যদিয়ে ঈশ্বর ও মানুষে এক নতুন সম্পর্কের পরিচয় ঘটান। এটি নিয়মের উপর নির্ভর নয় কিন্তু তাঁর রক্তের উপর যা আমাদের জন্য পাতিত নতুন সন্ধি ভালোবাসার উপর ভিত্তি হয়ে আছে। মানুষকে আর কখনো নিয়মের জোয়াল বইতে হবে না, যিশু নিজেই এই নিশ্চয়তা দেন যে, ঈশ্বরের ভালোবাসার কাছে সবই হার মেনে নেয়।

ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে: এক সময় চীন দেশে খ্রিস্টানদের উপর অমানবিক নির্যাতন উৎপীড়ন চলত। সেই সময়েও বিশপ ও যাজকগণ খ্রিস্টবিশ্বাসীদের বিশ্বাস জীবন্ত রাখার জন্য মাটির নিচে আণ্ডারগ্রাউন্ডে খ্রিস্টযাগ ও অন্যান্য খ্রিস্টীয় সেবাকাজ করে গেছেন। এক প্রতিবেদনে এটাও উল্লেখ আছে যে, কিছু যাজক দিনের বেলায় কুলিগিরি কাজ করে ও রাতের বেলায় গোপনে খ্রিস্টপ্রসাদ বয়ে নিয়ে গেছেন বিশ্বাসীদের কাছে। তাছাড়াও কেউ কেউ স্থানীয় বাজারে কিছু কেনা-বেচার কাজ করে কাপড় দিয়ে মোড়ানো সাবান বিক্রি করতেন। খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ সেই গোপন চিহ্নের দ্বারা যাজকের কাছ থেকে কাপড়ে মোড়ানো রুটির আকারে পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করে বাড়িতে নিয়ে যেতেন ও বাড়িতে এনে ক্ষুদ্র প্রার্থনা অনুষ্ঠানে বাড়ির সবাই মিলে গ্রহণ করতেন।

খ্রিস্টপ্রসাদ থেকে খ্রিস্টযাগ। খ্রিস্টযাগ হল আমাদের খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের মূল কেন্দ্র। খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করে আধ্যাত্মিকভাবে শক্তিশালী হই এবং প্রভুকে গ্রহণ করে অন্তরে লাভ করি পরম প্রশান্তি। ঈশ্বর এই পৃথিবীতে আমাদের অতি নিকটে বিরাজমান। তাঁর সঙ্গে থাকাটাই ঈশ্বরের আনন্দ। ঈশ্বর আমাদের পরিত্যাগ করেন না কখনো। খ্রিস্টের মধ্যদিয়ে তিনি আরো নিকটে উপস্থিত আছেন। তিনি আমাদেরকে তাঁর মহিমার সহভাগি করে তুলেছেন।

-খ্রিস্টযাগ ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের এক করে বেঁধে রাখে আর এটি তাঁর চিরস্থায়ী ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি।

-খ্রিস্টযাগ হল একটি চিহ্ন যা আমাদেরকে প্রেমের ডোরে একে অপরকে বেঁধে রাখে। প্রত্যেক খ্রিস্টীয় বিশ্বাসী ভক্তগণ এক ঐক্যের বন্ধনে হয়ে যান ভালোবাসার পরিবার। ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের মিলন ঐক্যই উপাসনার আহ্বান।

-খ্রিস্টযাগ ঈশ্বরের সাথে আমাদের বিশ্বস্ততা ও ভালোবাসার সন্ধিকে নবায়ন করে। এটাই হল ঈশ্বরের সাথে মিলনের সর্বোত্তম উপায়।

আজকের পর্ব আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমরা ঈশ্বরের আপন জাতিরুপে ভালোবাসার সীলমোহরে চিহ্নিত হয়েছি ও পরস্পরকে ভালোবাসার আহ্বান লাভ করেছি। "আমি তোমাদের নতুন আদেশ দিচ্ছি- তোমরা পরস্পরকে ভালোইবাস যেভাবে আমি তোমাদের ভালোবেসেছি *(যোহন ১৩:৩৪)*। ভালবাসার সবেচেয়ে প্রাণবন্ত অভিব্যক্তি হল খ্রিস্টযাগ।

সুতরাং যে ঈশ্বরের ভালবাসার অভিজ্ঞতা করেছে সে কখনো অলসভাবে থাকতে পারে না, সে খ্রিস্টযাগে যোগদান করার জন্য ছটফট করবে। কারণ প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ করে অন্তরে পরম তৃপ্তি লাভ করে। যে যতবার প্রভুর ভোজে অংশ নেয়, সাক্রামেন্ত গ্রহণ করে, বাস্তব জীবনে এগুলোর প্রতিফলন করার সব চেষ্টা করে।

খ্রিষ্টযাগে উৎসর্গের পর রুটি ও দ্রাক্ষারসের উপরে যাজকের হস্ত স্থাপন ও বাক্য উচ্চারনে যিশুর দেহে ও রক্তে রুপান্তরিত হয়। আর তখন আর সাধারন রুটি ও দ্রাক্ষারস থাকে না। আমাদের বিশ্বাসে সেটি পূর্ণ যিশুর দেহে ও রক্তে রুপান্তরিত হয়। আমাদের প্রতি যিশুর অসীম ভালোবাসার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন এবং নিজের দেহ ও রক্তকে আমাদের খাদ্য ও পানীয়রুপে দিয়েছেন। যিশুর এই ভালোবাসায় বিশ্বাস করি বলেই প্রতি রবিবারে খ্রিস্টযাগে যোগদান করি, আবার অনেক সাপ্তাহিক দিনেও খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করে অতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করি। সাক্রামেন্তে যিশু আছেন উপস্থিত সর্বদায়। তাই আরাধ্য সংস্কারে নানাভাবে ভক্তি প্রদর্শন করি এবং সময় ও সুযোগ করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসি।

তাই আসুন যিশুর দেহ ও রক্তের পর্ব দিবসে যিশুকে ধন্যবাদ দিই আমাদের আধ্যাত্মিক খাদ্য দানের জন্য। যিশু যেভাবে সম্পূর্ণরুপে আত্মদান করেছেন আমাদের জন্য আমরাও যেন তাঁর দেহ ও রক্ত গ্রহণ করে ঈশ্বর ও মানুষের সঙ্গে আমাদের সন্ধি বা বন্ধুত্বের সম্পর্ক আরও গভীর ও নতুন করে গড়ে তুলি।

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। জুন মাস যিশু হৃদয়ের মাস। তাই যিশু হৃদয়ের বিষয়ে লেখা এবং একই সাথে বাবা দিবস, বন্ধু দিবস, প্রবীণ দিবস, আদিবাসী দিবস এবং অন্যান্য বিশেষ দিবস উপলক্ষে আপনাদের সুচিন্তিত লেখা পাঠানোর আহ্বান করা হচ্ছে। এছাড়া গল্প, প্রবন্ধ, ছোটদের আসরের জন্য লেখা, পত্রবিতান, কবিতা, ধাঁধা, আঁকা ছবি পাঠানোর আহ্বান করা হচ্ছে। অবশ্যই নির্দিষ্ট তারিখের ১ সপ্তাহ পূর্বে লেখা পাঠানোর অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার,
ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ।
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
- সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

খ্রিস্টের দেহ ও রক্ত : কাথলিক বিশ্বাস ও জীবন-আচরণ

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ

শেষ ভোজে যিশুর পুণ্য দেহ ও রক্ত: মানব পরিত্রাণের জন্য যিশু নিজের দেহ টুকরো টুকরো করলেন, নিজের রক্ত ঝরালেন। নিজেকে পূর্ণতরভাবেই নিবেদন করলেন মানব পরিত্রাণের জন্য। আর এই ঘটনাকে চিরন্তন করে রাখার জন্যেই যিশু ১২ জন শিষ্যকে নিয়ে শেষ ভোজে বসে রুটি হাতে নিয়ে টুকরো করে বলেছিলেন, *তোমরা নিয়ে খাও, এ আমার দেহ..." " তোমরা নিয়ে পান কর, এ আমার রক্ত..."* । শিষ্যদের আদেশ দিয়ে বলেছিলেন, *"আমার স্মরণে তোমরা এ অনুষ্ঠান করো।"* সেই থেকেই চলে আসছে পবিত্র খ্রিস্টযাগ যেখানে অভিষিক্ত যাজকের যিশুর সেই বাণী উচ্চারণে পুণ্য বেদীতে উপস্থিত হয় স্বয়ং যিশুর দেহ ও রক্ত।

সাধু যোহনের মঙ্গলসমাচারে শেষভোজের অর্থ: লক্ষ্য করার বিষয় যে, চতুর্থ মঙ্গলসমাচারের লেখক সাধু যোহন তাঁর মঙ্গলসমাচারে প্রভুর শেষভোজের বিবরণ দেন না; তবে গোটা ৬ অধ্যায় তিনি শেষ ভোজের অর্থ বর্ণনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, যিশুই জীবনময় খাদ্য, যে খায় সে অনন্ত জীবন পায়। যিশু পাঁচ হাজার ক্ষুধার্ত লোককে আহার দান করেন *(যোহন ৬:১-১৩)*। এরপর মানুষকে প্রকৃত খাদ্যের জন্য পরিশ্রম করার উপদেশ দিয়ে বলেন, "... যে-খাদ্য শাশ্বত জীবনের পাথেয়-রূপে থেকে যায় , তোমরা বরং তারই জন্য পরিশ্রম কর" *(যোহন ৬:২৭ক)*। আর লোকেরা সেই শাশ্বত জীবনের খাদ্য দেবার জন্য যিশুকে অনুরোধ করলে যিশু উত্তরে বলেছিলেন, *"আমিই সেই জীবন-রুটি।" "আমিই সেই স্বর্গ-থেকে-নেমে-আসা সেই রুটি" যোহন ৬: ৩৫ ও ৪১)*। অতএব দেখা যায় যে, যিশু একদম সুস্পষ্টভাবেই বলছেন যে, তিনি নিজেই স্বর্গের সেই "সত্যিকার রুটি"। তিনি জোর দিয়েই বলেছেন যে, তিনি তাদেরই প্রাণের ক্ষুধা মেটাবেন *(৬:৩৬)*, তাদেরই অন্তরে শাশ্বত জীবন সঞ্চারিত করবেন *(যোহন ৬: ৪০, ৪৭)*, তবে যারা তাঁকে বিশ্বাস করবে।

খ্রিস্টযজ্ঞে যিশুর বাক্য উচ্চারণ ও রূপান্তর: প্রৈরিতিক পরম্পরা (Apostolic Tradition) অনুসরণ করেই, তথা যিশুর সেই-যে আদেশ, "আমার স্মরণে তোমরা এই অনুষ্ঠান করো" এই কথা ধরেই সেই প্রেরিতিক যুগ থেকে শুরু করে অভিষিক্ত যাজক খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। তিনি সেখানে যিশুর সেই "ব্যক্তি" হয়ে যিশুর মুখনিসৃত কথাগুলো উচ্চারণ করেন, *"তোমারা নিয়ে খাও, ইহা আমার দেহ... "তোমরা নিয়ে পান কর, ইহা আমার রক্ত...*। যাজকের এই কথাগুলোকে ইংরেজী ভাষায় বলা হয় Words of Consecration যাজকের এই কথাগুলো উচ্চারণের ফলে যিশুর সেই জীবন-নিবেদন পুণ্য বেদীর উপর উপস্থিত হয়; কারণ যাজক সেই রুটি টুকরো করেন এবং নিজে গ্রহণ করেন, পানপাত্র থেকে যিশুর রক্ত পান করেন।

পৌরহিত্যকারী কাথলিক যাজক ও যিশুর বাস্তব উপস্থিতি: এখন যদি প্রশ্ন করি: খ্রিস্টযাগে কখন বেদীর উপর যিশুর দেহ ও রক্ত বাস্তবে উপস্থিত হয়? উত্তর হবে: যখন যাজক/ফাদার রুটি নিয়ে ও দ্রাক্ষারসের পানপাত্র নিয়ে যিশুর সেই কথাগুলো উচ্চারণ করেন। এই কথাগুলো যাজক ভক্তিভরে ঈষৎ মাথা নত করে বলবেন, কারণ তিনি যে "যিশু-ব্যক্তি" (Persona Christi) হয়ে যিশুর সেই কথাগুলো উচ্চারণ করছেন। আর যিশুর সময় যেমন তাঁর কথার শক্তিতে সেই রুটি ও দ্রাক্ষারস তাঁর দেহ ও রক্তে পরিণত হয়েছিল, ঠিক তেমনি আজও (যুগ যুগ ধরে) একজন অভিষিক্ত কাথলিক যাজক খ্রিস্টযাগে যখন এই কথাগুলো উচ্চারণ করেন, তখন বাস্তবে বা প্রকৃতই সেই রুটি যিশুর প্রকৃত দেহ ও রক্তে পরিণত হয়। এটাকেই বলা হয় মন্ত্রপূত বা উৎসর্গকৃত রুটি ও দ্রাক্ষারসের আকারে যিশুর বাস্তব উপস্থিতি Real Presence of Christ

আর সেই জন্যে যাজক যখন মন্ত্রপূত সেই রুটি, তথা সেই জীবনময় রুটি যিশুর দেহ এবং মন্ত্রপূত সেই জীবনময় পানীয় ভক্তিসহকারে উত্তোলন করেন, তখন সেবক/সেবিকা তিনবার ঘণ্টা বাজায় যেন সবার মনোযোগ এই যিশুর পুণ্য দেহ ও রক্তের দিকে আসে; সবাই মথা নত করে পূজা করে; অনেক জায়গায় সবাই একত্রে বলে উঠে, "হে আমার প্রভু, হে আমার ঈশ্বর"।

খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণে অভাবনীয় আধ্যাত্মিক ফল: যিশুর এই পরম অন্ন, খ্রিস্টের এই দেহ ও রক্ত গহণ করার ফল কি?

-যিশু নিজেই বলেছেন, "এই জগতের মানুষকে সঞ্জীবিত করে।" তবে যিশু এ-ও বলেছেন, *"আমাকে যে বিশ্বাস করে ..."*।

বাস্তবতার নিরিখে বিশ্বাস: পবিত্র খ্রিস্টযাগের প্রতি আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে থাকতে হয় এক প্রত্যয়ী বিশ্বাস। আর এই বিশ্বাস প্রকাশ পাবে প্রথমত, পৌরহিত্যকারী যাজকের মধ্য দিয়ে বেদীমঞ্চে তাঁর ব্যক্তিত্বই প্রকাশ করবে তাঁর বিশ্বাসের দৃঢ়তা। এরপর বিশ্বাস প্রকাশ করবে ভক্তজনগণ; প্রার্থনায়, নীরবতায়, গানে। যেন, "এসো এসো প্রিয় হে এসো হৃদয় মন্দিরে..."।

আমেন: আমেন অর্থই; আমি বিশ্বাস করি: যাজক যীশুর পুণ্য দেহ বিতরণের সময় বলেন: খ্রিস্টের দেহ, তখন গ্রহণকারী তার বিশ্বাস প্রকাশ করে, অর্থাৎ এই পুণ্য রুটিই যে যিশুর দেহ, তা "আমেন" বলে প্রকাশ করতে হয়। একটু স্পষ্টভাবেই।

আরো একটি ফল মিলন: এই পবিত্র খ্রিস্টের দেহ গ্রহণ করার ফলে যিশু ও আমার মধ্যে এক গভীর মিলন ঘটে। "এসো এসো প্রিয় হে এসো হৃদয় মন্দিরে। মিলনের তরে কাঁদিছে হিয়া, এসো এসো যিশু হে।" পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদে যিশুকে গ্রহণ, যিশু ও আমার মধ্যে গভীর মিলন। আমি যিশুময় হয়ে যাই। ফলে আমার জীবন, বাস্তব জীবন হয়ে যায় যিশুময়। কিন্তু অনেক সময় আমরা পাপ অবস্থায় খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করি এবং আরও বেশি পাপ করি। তাই খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণের পূর্বে অবশ্যই আমাদের উচিৎ নিজেদের অন্তর-মনকে পাপস্বীকারের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করা।

আরো একটি ফল আধ্যাত্মিক শক্তি: আমি শক্তিমান হই। আধ্যাত্মিক জীবনে শক্তিমান হই; নৈতিক জীবনে শক্তিমান হই। ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক, সামাজিক, যাজকীয়, ব্রতীয় জীবনে শক্তিমান হই। এবং আরো ফল আছে বৈকি!

যিশুর পুণ্য দেহ, আরাধ্য সংস্কার বা সাক্রামেন্ত: পবিত্র সিন্দুকে এই পবিত্র সাক্রামেন্ত সুরক্ষিতভাবে রাখা হয়। স্বয়ং যিশু সেখানে উপস্থিত। তাই একটি প্রদীপ জ্বলতে থাকে। গীর্জায় প্রবেশ করলেই সেই সাক্রামেন্তের পূজা করতে হয় হাঁটু দিয়ে বা আনত মস্তকে এমনকি পঞ্চাঙ্গ প্রণামের মধ্য দিয়ে। কতজন করি বা করে? আসুন কর্পুস খ্রীস্তি"" (খ্রিস্টের দেহ) এই মহাপর্বে আমরা নিজেদের ভক্তি-পূজা আচরণ নবায়ন করি।

পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা: যিশুর পুণ্য দেহ পুণ্য বেদীর উপর স্থাপন করা হয়, পূজা-আরাধনা করার জন্য। ভক্তিপুষ্প বইটিতে অতীব সুন্দর ও স্পষ্টভাবে আরাধনা দেওয়া আছে। একই ধারায় পবিত্র সাক্রামেন্ত

বেদীতে স্থাপন করে যিশুর পবিত্র হৃদয়ের আরাধনা করা হয়। যিশু হৃদয়ের লিতানী বা স্তবকীর্তন করা হয়। পরিতাপের বিষয়, অনেক সময় পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা যেন হয়ে উঠে একটি বাইবেল সহভাগিতা!

খ্রিস্টপ্রসাদীয় গান: যিশুর দেহ ও রক্তকে কেন্দ্র করেই এই মহাপর্ব দিনে এবং অন্যান্য দিনে পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদের সময় খ্রিস্টপ্রসাদকে ঘিরে গান গাইতে হয় : "স্বর্গের শান্তি মুক্তি নিয়ে আজি এসো প্রিয় হে" "এসো এসো প্রিয় হে, এসো হৃদয় মন্দিরে", "মিনতি সুরে ডাকি তোমারে, প্রভু এসো গো মোর অন্তরে।", "বাঁধে যে রুটিকা", এবং আরো। পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদের গান হবে খ্রিস্টপ্রসাদকে ঘিরে।

সবশেষে বলতে চাই, সবার জন্য একটি অভ্রান্ত সত্য (Dogma) : কাথলিক মণ্ডলীর বিশ্বাস হল, খ্রিস্টযাগের সেই মন্ত্রপূত রুটি, নিবেদিত রুটি ও দ্রাক্ষারস যিশুর বাস্তব উপস্থিতি। এটি শুধুই প্রতীক নয়; প্রতীকের উপর যিশুর বাণী উচ্চারণে যিশুর বাস্তব দেহ ও রক্ত। এটি নিছক আশির্বাদিত রুটি নয়!

ঐতিহ্যে আছে এই মহাপর্বে পবিত্র সাক্রামেন্তের শোভাযাত্রা ও আরাধনা; এই দিনে অনেক জায়গায় প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণেরও প্রচলন রয়েছে।

এই দিনে ধর্মপল্লীতে, গঠনগৃহে পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা করা যায়। তাছাড়া ফাদার,ব্রাদার সিস্টারগণ তো ব্যক্তিগতভাবে পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা করেনই।

কর্পুস খ্রীষ্টি বা খ্রিস্টদেহের মহাপর্বে একটি গান, ঐতিহ্যবাহী একটি গান এখানে তুলে ধরছি:

খ্রীষ্টের আত্মা, শুদ্ধ কর মন
খ্রীষ্টের শরীর, তুমি দেও ত্রাণধন।
খ্রীষ্টের রক্ত, স্রোতে ডুবাও মোরে
খ্রীষ্টের কুক্ষিজল, ধোয়াও আমারে ।।

খ্রীষ্টের দুঃখ, সবল কর মন
হে দয়াল যিশু, শোন নিবেদন।
খ্রীষ্টের ক্ষত, আমারে লুকাও
প্রভু, তোমার সাথে থাকতে দাও।

রক্ষা কর শত্রুর হাত থেকে
মরণকালে তুমি নিও ডেকে।
তোমার কাছে স্বর্গে আসতে দিও
সাধুগণ তোমার স্তব গাইব।

(গীতাবলী ৪৮৭)

আমিই সেই জীবনদায়ী রুটি

ফাদার স্ট্যানলি কস্তা

খ্রিস্টই স্বর্গ থেকে আগত জীবনদায়ী রুটি: মরুভূমিতে দেয়া রুটি ছিল প্রকৃত স্বর্গীয় রুটির প্রতীক মাত্র। প্রকৃত ও জীবনদায়ী রুটি হলেন স্বয়ং যিশু খ্রিস্ট। যিশুর দেহ ও রক্তে রয়েছে অনন্ত জীবন। একমাত্র যিশুই অনন্ত/শাশ্বত জীবনের ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করতে পারেন। মণ্ডলীর আইনবিধি (Canon Law) ৮৯৮ ধারায় উল্লেখ আছে: পবিত্রতম খ্রিস্টপ্রসাদ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কার- যার মধ্যে স্বয়ং খ্রিস্ট প্রভু উপস্থিত থাকেন, উৎসর্গীকৃত হন ও গৃহীত হন এবং যার মাধ্যমে মণ্ডলী জীবন ধারণ ও বৃদ্ধিলাভ করে।

এ রুটি সত্যিই স্বর্গীয় এক প্রসাদ।
তা খেলে সাধারণ দৈহিক পুষ্টি নয়,
আধ্যাত্মিক রূপান্তরই ঘটে;
নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয় যিশুর সাথে জীবন যোগ।

In the Eucharist the Divinity and the Humanity of Christ are both present, enabling the believer to become one with Christ in the closest possible way, and to become identified with both His Humanity as well as His Divinity.

"খ্রিস্টযাগ আত্মদানের সর্বশ্রেষ্ঠ উপলব্ধি।": পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদে রুটি ও দ্রাক্ষারসের আকারে যিশুর বাস্তব/দিব্য উপস্থিতি উদ্‌যাপন। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের জন্য যিশু নিজেকে রুটি ও দ্রাক্ষারসের আকারে আমাদের দান করেন। তিনি শুধু রুটি দিয়ে নয়, কিন্তু নিজেকে ভেঙ্গে আমাদের জন্য দিলেন। যিশুর ক্রুশের বলিই খ্রিস্টযাগে নতুন করে উৎসর্গ করা হয়। খ্রিস্টযাগে রক্তপাতহীন রুটি ও দ্রাক্ষারসে এই একই বলি উৎসর্গ করা হয়।

ভালোবাসার কারণেই যিশু নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দান করেছেন। প্রকৃতপক্ষে যিশুর দেহ ও রক্তদান আমাদের জন্য তাঁর ভালোবাসা স্থায়ীকরণের একটি দৃশ্যমান প্রমাণ/ব্যবস্থা। যিশুর দেহ ও রক্ত প্রসাদরূপে আমাদের দে'য়া হয়েছে যাতে আমরা প্রত্যেকে খ্রিস্টপ্রসাদীয় মিলন বন্ধনে বা সন্ধিতে যুক্ত থাকি। The Eucharist symbolizes and actualizes the New Covenant established by Jesus through his redeeming sacrifice on the Cross- self-giving love of Christ. যিশু পবিত্র খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে ইম্মানুয়েল হয়েছেন, চিরদিন আমাদের সাথে বাস করার জন্য একটি ব্যবস্থা করেছেন।

খাদ্য মানব জীবনের জন্য অপরিহার্য আর যিশু আমাদের জন্য খাদ্য হয়ে এসেছেন। মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, 'খাদ্য' বলেই তিনি নিজে আমাদের জন্য খাদ্য হয়ে এসেছেন। তাই শেষ ভোজের সময় যিশু তাঁর শিষ্যদের রুটি ভেঙ্গে ও দ্রাক্ষারসের পাত্র হাতে নিয়ে বলেছিলেন, " নাও খাও সকলে; নাও পান কর সকলে" *(মথি ২৬: ২৬-২৭)*।

ক্ষুধার ব্যাপকতা ও বিচিত্রতা: অনন্ত ক্ষুধা নিয়ে মানব শিশু পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। ইয়া দিল মাঙ্গে সড়ৎব। তাই মানব শিশু জন্মের পর মুহূর্তেই কাঁদে। এ কান্না ক্ষুধার কান্না, তৃষ্ণার কান্না। এই ক্ষুধার দ্বারা জীবনে সে তাড়িত হয়, তার এই অনন্ত ক্ষুধা মেটাতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। জীবন শেষে সে এই অনন্ত ক্ষুধা নিয়েই/অতৃপ্ত বাসনা নিয়েই- এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। যাবার বেলাও সে কান্না করে। অর্থাৎ সারা পৃথিবীটাকেও যদি তাকে ভোগ করতে দেয়া হয় তবুও তার এই ক্ষুধা নিবৃত্ত হবে না; অনন্ত তৃষ্ণা মিটবে না। আভিলার সাধ্বী তেরেজা বলেছেন: "আমাদের ক্ষুধা অসীম, পিপাসা অনন্ত, চাহিদা অসংখ্য। একটি আমেরিকান গান আছে - Is that all there is? - হতাশার গান। রবীঠাকুর বলেছেন, "বস্তুত: সবকিছুর আড়ালে সে যে অমৃতকেই চায় এবং এই উপকরণগুলো যে 'অমৃত নয়' – একদিন তাকে বুঝতেই হবে। একদিন এক মুহূর্তে সমস্ত জীবনের স্তূপাকার সঞ্চয়কে একপাশে আবর্জনার মত ঠেলে দিয়ে তাকে বলে উঠতেই হবে- যার দ্বারা আমি অমৃতা হব না, তাকে নিয়ে আমি কি করব?

Our spirit yearns for a deeper union with God. It is a deep inner spiritual hunger which only the bread that Jesus offers can satisfy. This bread is Holy Communion and intimacy with God. We are blessed to share in the bread of angels (panis angelicus) which God offers to us.

"আমাদের দৈনিক অন্ন আমাদিগকে দাও।" প্রভুর প্রার্থনার দ্বিতীয় অংশে- আমাদের নিত্য দিনের প্রয়োজন তুলে ধরা। আমাদের দৈনিক অন্ন অদ্য আমাদের দাও। এটি বলে

যে আমরা যেন আমাদের দৈনিক অন্নের (প্রয়োজন, চাহিদা নয়) সন্ধান করি। এর দ্বারা স্মরণ করি যে পুরাতন নিয়মে সেই মরুভূমিতে মান্নার বিষয়টি, যেখানে পরমেশ্বর তার মনোনীত জাতির জনগণকে মোশির মাধ্যমে বলেছিলেন- 'তোমদের একদিনের জন্য যা প্রয়োজন তাই সংগ্রহ করবে। প্রতিটি দিনের জন্য যা দরকার তা তোমাদের দেয়া হবে। প্রভুর প্রার্থনার প্রথম অংশে ঐশ্যরাজ্য প্রতিষ্ঠা কামনা: "তোমার রাজ্য আসুক।" ২য় অংশে ঐশরাজ্যের বাস্তবতা: প্রতিদিনের খাদ্য দাও; চাহিদার সীমাবদ্ধতা, ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীলতা এবং ন্যায্যতা। Our Father "Gives us our daily bread". মান্না ছাড়া ইস্রায়েল জাতি কখনো প্রতিশ্রুত দেশে পৌঁছতে পারতো না। তারা মরুভূমিতে মারা যেত। একই ভাবে যিশুকে গ্রহণ ব্যতিত প্রতিশ্রুত সেই স্বর্গে পৌঁছতে পারি না। যিশু যেমন নিজেকে ভাঙ্গলেন, বিলিয়ে দিলেন সবার মাঝে..... ।

The so-called 'junk' food might provide momentary enjoyment but it always fails to satisfy our need. Only Jesus can satisfy the longing of our hearts. (Samaritan Women; Psalm 42:1-2) It will become for us…we for others the bread and wine.

"বাঁধে যে রুটিকা সবারে খ্রিস্টযাগ ও খ্রিস্টপ্রসাদ আমাদের ঈশ্বরের সাথে ও একে অন্যের সাথে যুক্ত করে। খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণে আমরা সবাই হয়ে উঠি, খ্রিস্ট দেহের অঙ্গ এবং একে অন্যের ভাইবোন। আমাদের মধ্যে গড়ে উঠে একটি মিলন সমাজ। Eucharist is the sacrament of unity and sharing of the broken bread is sign of a community that shares and provides in abundance for the needs of its members. Jesus gives his life to us every day in Eucharist. When we receive the Eucharist we are partaking in the life of Christ. We become another Christ.

খ্রিস্টযাগে সক্রিয় অংশগ্রহণ: খ্রিস্টযাগ হলো আমাদের প্রতি ঈশ্বরের অসীম ভালোবাসার উদ্‌যাপন। Christ is present in the Eucharist in the fullest sense: খ্রিস্টযাগ ও খ্রিস্টপ্রসাদ থেকে মণ্ডলী জীবন পায়। আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে বৃদ্ধিলাভের জন্য যিশুর দেহ ও রক্তে পুষ্ট হতেই হবে। What we eat we become. তাই খ্রিস্টযাগে আমাদের সক্রিয় ও সচেতনভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। খ্রিস্টীয় উপাসনায় আমরা দর্শক বা শ্রোতা নই; অংশগ্রহণকারী যাজকমণ্ডলী, যজ্ঞ উৎসর্গকারী; concelebration by all baptized people. খ্রিস্টযাগ হলো পূজারী (যাজক) ও ভক্তের সম্মিলিত অনুষ্ঠান।

Mass is like a train that leads us to the Father. Why we come late when the train already left the station? Builds the culture of Eucharist; that is sharing. "তোমরাই ওদের খেতে দাও"। Eucharist is the efficacious sign of unity. The Church calls us to a Eucharistic culture; a Eucharistic manner of thinking, loving and sharing; the table of sharing. মাদার তেরেজা এক গরীব বিধবাকে ১০ কেজি চাল দেন; বিধবা তা সহভাগিতা করেন অভুক্ত প্রতিবেশির সঙ্গে। মাদার তেরেজা বলেন, "Give until it hurts you" Mother Teresa.

ইটালীর এক বৃদ্ধ যাজক করোনা আক্রান্ত। তাঁর Ventilator খুলে এক যুবককে দেন। নিজের প্রাণের বিনিময়ে অন্যকে বাঁচান। তোমার হৃদয়কে lockdown করে ফেলো না। ঈশ্বরের জন্য ও প্রতিবেশির জন্য হৃদয় দ্বার খোলা রেখো। আমাদের ধর্মপল্লীতে কষ্টভোগী পরিবার রয়েছে। গীতাবলীতে লেখা একটি গান হল: "এখনও তো কান্না শুনি ক্ষুধার কান্না শুনি।" চারদিকে ক্ষুধার কান্না, ব্যথিতের আর্তনাত, দুঃখী-বঞ্চিতদের হাহাকার। আমাকে ব্যথিত করে, আন্দোলিত করে, স্পন্দিত করে তোলে।– আর যিশু বলেন, "তোমরাই ওদের খেতে দাও। আমি ভয় পাই, আমার ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান হই- এতো ব্যাপক ক্ষুধা, এতো বেশি অশ্রুজল, এতো হাহাকার আমি ঘুচাবো কি করে? আমি নতুন চেতনা পাই, আলোকিত হই এক মহাপুরুষের সেই কথাটি মনে পড়ে যায়–" অন্ধকারকে অভিশাপ দেওয়ার চেয়ে ছোট একটি প্রদীপ জ্বালাও ।

"তোমরাই বরং ওদের খেতে দাও।" - এটা খ্রিস্টযাগেরই সম্প্রসারণ। Charity is another way of celebration of the Eucharist. The miracle of the feeding of 5,000 is found in all four gospel. This is the only miracle other than the resurrection that is told in all four gospel; a fact that speaks of its importance to the early Church. Blessing- Breaking and-giving the loaves. খ্রিস্টের দেহকে আমরা মনসন্টান্সে (Monstance) এ বন্দী করে ফেলেছি; আর যিশুর দেহ আমাদের স্বার্থপরতার ফলে ছোট থেকে ছোট হয়েছে। পূর্বে সকলের দৈনন্দিন খাদ্য ছিল *(করিন্থীয় ১১:২৩খ– ২৫)*।

পুণ্যপিতা ফ্রান্সিস বলেন, "ছুঁড়ে ফেলার সংস্কৃতি রোধ করতে হবে। (পড়ে থাকা টুকরো গুলো কুড়াও...) পরিবারে অপচয় রোধ করতে হবে। ৪০% খাবার ফেলে দে'য়া হয়। সারা পৃথিবীতে যে খাদ্য আছে তা ৭শ কোটি মানুষের জন্য যথেষ্ট অথচ পৃথিবীতে ২শ কোটি মানুষ অনাহারে-অর্ধাহারে থাকে। গান্ধীজি বলেছেন, "Indian has enough to satisfy its need but never enough to satisfy their greed". আগে সহভাগিতা করতাম; এক বাড়িতে তালের বোড়া বানালে আশে পাশের বাড়িতে দিয়ে খেতাম। সে কথা স্মরণে এখন গান করি– "আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম।" আর এখন dialogue বলি – "একা একা খেতে চাও তো দরজা বন্ধ করে খাও।"

Be bread for others: আমি তোমাকে মানুষ ধরা জেলে করবো, অর্থাৎ মানুষের জন্য মাছ ধরবো, মানুষের জন্য খাদ্য করবো, যেন সবাই তোমার স্বাদ পেতে পারে, তোমাকে খেয়ে/ পেয়ে তৃপ্ত হতে পারে।

ভক্তের প্রতিটি খোলা হৃদয় এক একটি আলতার/বেদী, যেখানে আমি ভক্তি ভরে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করি। খ্রিস্টযাগ হল খ্রিস্টীয় জীবনের রহস্য। প্রবক্তা এলিয়ের মতো রুটি ও জলের উপর সম্বল করে নয় বরং জীবন বাণী ও জীবনময় খাদ্য খ্রিস্টের উপর নির্ভর করেই আমরা এগিয়ে যেতে পারব ঈশ্বরের সান্নিধ্যের দিকে এবং আমাদের দৈনিক প্রেরণ ক্ষেত্রের দিকে।

যিশু নিজেকে বলিরূপে তাঁর স্বর্গস্থ পিতার কাছে উৎসর্গ করেন এবং তাঁর বলিকৃত দেহ ও রক্ত খ্রিস্টভক্তদের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দূর করতে আধ্যাত্মিক খাদ্য ও পানীয়রূপে তা দান করেন। খ্রিস্টমণ্ডলী খ্রিস্টপ্রসাদ থেকেই তার আধ্যাত্মিক জীবন পেয়ে থাকে। তাই আমাদের অন্তরের গভীরে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণ করতে, ক্লান্তি-শ্রান্তি দূর করতে আমাদের যিশুর কাছে যেতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে।

The bread (food) we eat is not alive but gives life.

Solemn moment of Consecration on the Calvary. যখন যিশু তিনটি পেরেকে ঝুলছিল। Mass is ended to begin by living (Our lives). A Chinese prisoner who was going to be executed, his last will- to join a Mass not drug.

আমিই জীবনময় খাদ্য

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

যিশু বলেন; "আমিই সেই জীবন-রুটি। যে আমার কাছে আসে, সে কখনো ক্ষুধার্ত হবে না; আমাকে যে বিশ্বাস করে, সে কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না" *(যোহন ৬:৩৫)*। যিশু যে রুটি (খাদ্য) আমাদের দান করেন তা হল তাঁর নিজের দেহ। তিনি (যিশু) নিজেকে রুটি ও দ্রাক্ষারসের আকারে আমাদের মধ্যে বিলিয়ে দেন জীবনের খাদ্য ও পানীয় রূপে। "আমার মাংস প্রকৃত খাদ্য ও আমার রক্ত প্রকৃত পানীয়" *(যোহন ৬:৫৫)*। যিশু নিজেকে রুটি ও দ্রাক্ষারসের আকারে প্রকাশ করেন ও নিজের মধ্যে লুকায়িত রাখেন যাতে করে আমরা তা গ্রহণ ও পান করে জীবন পাই। কেননা, 'যিশুই জীবন, সত্য ও পথ' *(যোহন ১৪:৬খ)*। যিশুকে পাথেয় করেই আমরা পিতার কাছে যাই। যিশুই দয়াময় ঈশ্বরের প্রকাশিত রূপ। "আমাকে যে দেখেছে, সে তো পিতাকে দেখতেই পেয়েছে" *(যোহন ১৪:৯)*। রুটির আকারে যিশুকে গ্রহণ করে আমরা ঈশ্বরকে আমাদের মধ্যে স্থান দেই। আমরা এই সত্যকে বিশ্বাস করেই জীবনের পূর্ণতা খুঁজে পাই।

আমিই জীবনময় খাদ্য (রুটি):- যিশু "আমিই সেই জীবন-রুটি", এই কথা বলার মধ্য দিয়ে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন; ঈশ্বর মরুভূমিতে মান্না (স্বর্গের রুটি) দিয়ে ইস্রায়েল জাতির ক্ষুধা নিবারণ করেছিলেন ও বাঁচিয়ে রেখেছিলেন *(দ্রঃ যাত্রাপুস্তক ১৬:১৮-৩৬)*। ঈশ্বর মান্না (স্বর্গের রুটি) প্রেরণ করেছেন, মোশী নয়। যিশু নিজেই বলেন, "আমিই সেই জীবন-রুটি" *(যোহন ৬:৩৫)*, "আমিই স্বর্গ থেকে নেমে আসা সেই রুটি" *(যোহন ৬:৪১)*। অর্থাৎ তিনিই ঈশ্বর। তিনিই রুটি, খাদ্য, জীবন; জীবনময় রুটি। তিনিই সেই পরম অন্ন যা শাশ্বত জীবন ও জীবনের উৎস।

তিনি ঈশ্বর প্রকাশিত সত্য (Reveled Truth), তিনিই সত্য (The Truth)। তাঁরই (যিশু) মাঝে জীবনের পূর্ণতা, শাশ্বত জীবন। যিশু সত্যিকার রুটি! তাই তিনি জোর দিয়েই বলেন, "আমার মাংস প্রকৃত খাদ্য ও আমার রক্ত প্রকৃত পানীয়" *(যোহন ৬:৫৫)*। তিনি মানুষের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণ করবেন। যারা তাঁকে বিশ্বাস করবে, তারা অনন্ত জীবন লাভ করবে। শিষ্যগণ এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন ও পিতর সকলের হয়ে বলেন; "আমরা আর কার কাছেই বা যাব প্রভু? শাশ্বত জীবনের বাণী তো আপনার কাছেই রয়েছে" *(যোহন ৬:৬৮)*। রুটি (খাদ্য) গ্রহণ মানে যিশুকে বিশ্বাস করে গ্রহণ করা ও শাশ্বত জীবন ও উৎসের দিকে ধাবিত হওয়া।

রুটিই জীবন:- রুটি (খাদ্য), প্রতিদিনকার জীবনের বেঁচে থাকার পাথেয় ও উপায়। কাউকে রুটি (খাদ্য) দেওয়া বা দান করা জীবন সহভাগিতা করা। রুটিই জীবন। যিশু রুটি (খাদ্য) দান করে তাঁর নিজ জীবন আমাদের সঙ্গে সহভাগিতা করেন। তিনি, নিজের জীবন রুটির আকারে দান করেন ও বলেন; "আমিই সেই জীবন রুটি" *(যোহন ৬:৩৫)*। তিনি, আমাদের স্বর্গের রুটি (খাদ্য), শাশ্বত জীবন দান করেন।

"বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালোবাসা মানুষের আর কিছুই নাই" *(যোহন ১৫:১৩)*। যিশু, আমাদের বন্ধু বলে সম্বোধন করেন ও বলেন, পিতার কাছ থেকে যা কিছু শুনেছেন তা সহভাগিতা করেছেন *(দ্রঃ যোহন*

১৫:১৫)। তিনি আমাদের আদেশ দেন তাঁর ভালোবাসার আশ্রয়ে থাকতে ও পরস্পরকে ভালোবাসতে *(দ্রঃ যোহন ১৫:১৭)*। ভালোবাসার পূর্ণতা পায় রুটি (খাদ্য) দানে ও জীবনোৎসর্গে।

যিশু শেষ ভোজে রুটি নিজের দেহ ও দ্রাক্ষারস নিজের রক্ত হিসাবে আমাদের দান করেন ও তাঁর স্মরণে তা করার নির্দেশ প্রদান করেন *(দ্রঃ মথি ২৬:২৬-২৯; মার্ক ১৪:২২-২৬; লুক ২২:১৯-২০; ১ম করিন্থীয় ১১:২৩-২৬)*। তিনি শেষ ভোজে যে রুটি নিজের দেহ ও দ্রাক্ষারস নিজের রক্ত হিসাবে প্রদান করেন তার পূর্ণতা পায় কালভেরীতে ক্রুশে যিশুর জীবনোসর্গের মধ্য দিয়ে। "একজন সৈন্য তাঁর বুকের পাশটিতে বর্শা বিঁধিয়ে দিল। তখনই সেখান থেকে বেরিয়ে এলো রক্ত ও জল" *(যোহন ১৯:৩৪)*। মানবজাতির পরিত্রাণ ও ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলনের নিমিত্তে নিজের দেহ বিলিয়ে দেন। যিশুর ক্ষত-বিক্ষত দেহ, আর সেখান থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত ও জল জীবন দানের পূর্ণতা ও পুণ্যতা। "মানবপুত্র তো সেবা পাবার জন্যে আসেনি, সে এসেছে সেবা করতে এবং বহু মানুষের মুক্তিপণ হিসাবে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে" *(মার্ক ১০:৪৬)*।

রুটি/বাণী ও সহভাগিতার জীবন:- যিশু রুটি, জীবনময় খাদ্য। তিনি বাণী, ঐশবাণী, প্রাকশিত সত্য; দেহধারী বাণী। তিনিই সবকিছুর আরম্ভ ও সমাপ্তি! "আদিতে ছিলেন বাণী, বাণী ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে, বাণী ছিলেন ঈশ্বর। আদিতে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গেই ছিলেন" *(যোহন ১:১-২);* "বাণী একদিন হলেন রক্তমাংসের মানুষ; বাস করতে লাগলেন আমাদেরই মাঝখানে" *(১:১৪)* ও "আমরা লাভ করেছি অনুগ্রহ আর অনুগ্রহ" *(যোহন ১:১৬)*। রুটি (খাদ্য) গ্রহণ করা মানেই প্রকাশিত সত্য (যিশু) ও ঐশবাণী (যিশু) গ্রহণ করে জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়া।

এই জীবন হল যিশুর (বাণী/রুটি) সাথে মিলন ও সহভাগিতার জীবন। আমরা যিশুর নামে, তাঁরই দ্বারা, সঙ্গে ও মধ্যে প্রকৃত জীবন ও আনন্দ। যিশুই সেই রুটি/বাণী/খাদ্য যা স্বর্গ থেকে নেমে আসা। তিনি শান্তির বরপুত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, অন্যন্য মন্ত্রণাদাতা *(দ্রঃ ইসাইয়া ৯:৬)*। তাঁরই দেহধারণে (জন্ম) স্বর্গ ও মর্ত এক হয়েছে। দূতেরা জয়গান করেছেন: "জয় ঊর্ধ্বলোকে পরমেশ্বরের জয়! ইহলোকে নামুক শান্তি তাঁর অনুগৃহীত মানবের অন্তরে" *(লুক ২:১৪)*। তাঁরই মৃত্যুতে মন্দিরের আড়াল পর্দা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ছিঁড়ে দু'ভাগ হয়ে গেছে, সমাধিগুহার ঢাকনা খুলে গেছে *(দ্রঃ মথি ২৭:৫১-৫২)*। পুনরুত্থিত হয়ে শিষ্যদের শান্তি সম্ভাষণ জানিয়েছেন ও নিজের দূত করে প্রেরণ করেছেন *(দ্রঃ যোহন ২০:১৯-২২)*। পুনরুত্থানের পর পবিত্র আত্মার শক্তিতে যিশুর নামে একত্রিত হয়েছে *(দ্রঃ শিষ্যচরিত ২:১-৪)*।

বাণী সভাগিতা (Sharing the Word of God) ও রুটিছেঁড়া অনুষ্ঠান/খ্রিস্টযাগ (Eucharistic Celebration):- আদি মণ্ডলীর জীবনে আমরা দেখতে পাই যিশুর নামে একত্রিত হয়ে বাণী সহভাগিতা ও রুটিছেঁড়া অনুষ্ঠান/খ্রিস্টযাগ করে সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের চিহ্ন ও চিত্র *(দ্রঃ শিষ্যচরিত ২:৪২-৪৭)*। খ্রিস্টবিশ্বাসীর জীবন বাণীর আলো ও মূল্যবোধের জীবন। একতা, সংঘবদ্ধ, ভালোবাসা ও সহভাগিতার সম্মিলিত জীবন। জীবন গ্রহণ ও জীবন

পরবর্তী অংশ ১২ পৃষ্ঠায়

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ওয়াইডাব্লিউসিএ একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী আন্তর্জাতিক নারী সংগঠন। কুমিল্লা ওয়াইডাব্লিউসিএ বাংলাদেশ ওয়াইডাব্লিউসিএ'র শাখা হিসেবে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে "ভালবাসায় একে অপরের সেবা করা" এই মূলমন্ত্র নিয়ে কাজ করে আসছে। একটি ন্যায্য বৈষম্যহীন টেকসই শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিশেষত সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধা বঞ্চিত নারী, যুব নারী, ও শিশুদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নকল্পে কাজ করে চলছে।

নিম্নলিখিত পদ সমূহে আগ্রহী ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা:
০১	সহকারী প্রধান শিক্ষক(প্রাইমারী)	১টি	প্রার্থীকে বিএড ডিগ্রীধারী হতে হবে। শিক্ষক নিবন্ধনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
০২	ইনচার্জ (মাধ্যমিক)	১টি	যে কোন বিষয়ে অনার্সসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী হতে হবে। বিএড থাকতে হবে। শিক্ষক নিবন্ধনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
০৩	হিসাব সহকারী	১টি	MSWORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET, ব্যবহার জানতে হবে।
০৪	অফিস সহকারী	১টি	MSWORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET, ব্যবহার জানতে হবে। চাকামূলক প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগক অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দেয়া হবে।
০৫	কমিউনিটি অর্গানাইজার	১টি	MS WORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET, ব্যবহার জানতে হবে। মাঠ পর্যায় কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে ।
০৬	ক্রেডিট অর্গানাইজার	১টি	মাঠপর্যায়ে গ্রামীন জনগোষ্ঠিকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে সেবামূলক কাজে সহায়তা করে দারিদ্র্য দূরকরনের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নে সহায়তা করার মানসিকতা থাকতে হবে ।

উল্লেখ থাকে শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত তালিকার প্রার্থীদের ইন্টারভিউর জন্য ডাকা হবে। প্রতিটি পদে নারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক পাশ। অফিস সহকারী বাদে সকল পদের প্রার্থীদের ৫ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

প্রয়োজনীয় তথ্যাদি :

১. প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে এক কপি জীবন বৃত্তান্ত ও সম্প্রতি তোলা ১ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি প্রদান করতে হবে।
২. সত্যায়িত সকল সনদপত্র ও জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।
৩. খামের উপরে পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।
৪. বেতন /ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী, প্রয়োজনে আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে।
৫. সর্বোপরি কর্মঘন্টা ও প্রয়োজেন এর অধিক সময় এবং ছুটির দিনে কাজ করার সুন্দর মানসিকতা থাকতে হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন পত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় আগামী ১০ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সাধারণ সম্পাদিকা
কুমিল্লা ওয়াইডাব্লিউসিএ
বাদুরতলা, কুমিল্লা

বিজ্ঞ : ১২১/২৪

কুমারী মারীয়ার প্রতি ভক্তি:অন্যদের প্রশ্ন ও কাথলিকদের উত্তর

ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি

খ্রিস্টমণ্ডলীতে বহু শতাব্দী থেকেই খ্রিস্টানদের মধ্যে কুমারী মারীয়ার প্রতি ভক্তি প্রচলিত হয়ে আসছে। প্রেরিত শিষ্যগণ সব সময় তাদের গুরু যিশুর মাকে নিজেদের একান্ত আপন 'মা' হিসেবে সম্মান দিয়ে এসেছেন এবং তাঁকে ভালবেসেছেন। মৃত্যুর পূর্বে ক্রুশে ঝুলন্ত যিশু তাঁর প্রিয় শিষ্য যোহনকে বলেছিলেন: "ওই দেখ, তোমার মা।"[১] পবিত্র বাইবেল এই সাক্ষ্য দিয়ে আসছে যে, সেই সময় থেকেই যিশুর সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য যোহন কুমারী মারীয়াকে নিজেই ঘরে আশ্রয় দিয়েছিলেন *(দ্রঃ যোহন ১৯:২৭খ)*[২] এবং তাঁকে নিজের মায়ের মত আপন করে ভালবেসেছেন, সম্মান করেছেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সেবা করেছেন।

শত শত বছর ধরে মা মারীয়ার প্রতি এই ভক্তি খ্রিস্টমণ্ডলীতে চলে আসছে। এটি খ্রিস্টমণ্ডলীর একটি অনেক পুরানো ঐতিহ্য। কেননা কাথলিকগণ বিশ্বাস করেন যে, মানুষের জন্যে ঈশ্বরের মুক্তি পরিকল্পনায় যিশুর সাথে তাঁর মা মারীয়ার একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর মারীয়াকে এই ভূমিকা দান করেছেন। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে: ধন্যা মারীয়ার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের মানব দেহগ্রহণ ধারণ (The Incarnation), যিশুর জন্মগ্রহণ, জ্ঞানে ও বয়সে বৃদ্ধি লাভ, যিশুকে যথার্থ পারিবারিক, ধর্মীয়, সামাজিক, নৈতিক মূল্যবোধে সুষ্ঠু গঠন দান - অর্থাৎ যিশুর সামগ্রিক আধ্যাত্মিক গঠন দানের কাজটি অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে পালন করেছেন। তাছাড়া যিশুর পালকীয় ও প্রচার কাজে মা মারীয়ার সমর্থন ও অংশগ্রহণ, ক্রুশের যাত্রাপথে কষ্টভোগী যিশুর সঙ্গী হওয়া, ক্রুশের তলায় যিশুর পাশে দাঁড়িয়ে পুত্র যিশুকে সাহস যোগানো, যিশুর পুনরুত্থানের পর আনন্দের মঙ্গলবার্তা সকলকে জানানো, যিশুর স্বর্গারোহণের পর তাঁর শিষ্যদের নেতৃত্ব দান, ইত্যাদি ভূমিকা মানব মুক্তি পরিকল্পনায় যিশুর সাথে কুমারী মারীয়ার সক্রিয় অংশগ্রহণকে স্পষ্ট করে তুলে ধরে। তাই, যিশু যেমন মানুষের মুক্তিদাতা বা ত্রাণকর্তা, তেমনি ভাবেই কুমারী মারীয়াকে বলা হয়ে থাকে মুক্তি কাজে সহায়তাকারিণী। কেননা, তিনি মানুষের জন্যে ঈশ্বরের মুক্তি-পরিকল্পনায় যিশুর সাথে পরিপূর্ণ ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

একই যিশুতে বিশ্বাসী হিসেবে বেড়ে উঠা অন্যান্য খ্রিস্টমণ্ডলীর ভাইবোনেরা ধন্যা কুমারী মারীয়াকে নিয়ে কখনো কখনো কাথলিকদের নানান প্রশ্ন করে থাকেন। এমনই ধরনের কিছু প্রশ্ন নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

১। প্রশ্ন: কাথলিকরা ধন্যা মারীয়াকে পূজা করে কেন?

উত্তর: কাথলিকরা কখনোই যিশুর পরম শ্রদ্ধেয়া মা ধন্যা মারীয়াকে পূজা করে না। কাউকে সম্মান জানানো ও ভক্তি-শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করাকে পূজা করা বুঝায় না। আমরা আমাদের বাবা-মা, আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের, সমাজের প্রবীণদের সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি; কিন্তু তাদের আমরা পূজা করি না। একই ভাবে, মুক্তিদাতা যিশুর মা হিসেবে আমরা ধন্যা মারীয়াকে সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি ও ভক্তি করি; কিন্তু আমরা কাথলিকরা কখনো তাকে পূজা করি না।

২। প্রশ্ন: কাথলিকরা ধন্যা মারীয়াকে এত ভক্তি ও সম্মান করে কেন?

উত্তর: মানুষ হিসেবে আমরা প্রত্যেকে আমাদের পিতামাতাদের সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি। এটি প্রত্যেকটি ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক শিক্ষা। পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। সেখানে পঞ্চম আজ্ঞায় বলা হয়েছে: "তুমি তোমার পিতামাতাকে সম্মান করবে"।[৩] যিশুর প্রিয় ও পরম শ্রদ্ধেয়া মা প্রত্যেক খ্রিস্টানেরও প্রিয় ও পরম শ্রদ্ধেয়া মা। কেননা, যিশুতে দীক্ষিত হয়ে আমরা হয়ে উঠেছি যিশুর একান্ত আপন ভাইবোন। তাই ধন্যা মারীয়া আমাদের সকলের মা। আমাদের এই প্রিয় মাকে যিশুর মত সম্মান করা ও শ্রদ্ধা করা প্রত্যেক খ্রিস্টানের একান্ত কর্তব্য। তাছাড়া, পবিত্র বাইবেল সাক্ষ্য দেয় যে, রাজাধিরাজ ঈশ্বরের তিন মহাদূতদের একজন, মহাদূত গাব্রিয়েল, যখন কন্যা কুমারী মারীয়ার কাছে শুভ সংবাদ নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন, তখন তিনি মারীয়াকে প্রণাম জানিয়ে বলেছিলেন: "প্রণাম, প্রসাদ পূর্ণা" *(৪ লূক ১:২৮)*। কাজেই, ঈশ্বরের মহাদূত যখন ধন্যা মারীয়াকে শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গে প্রণাম জানাতে পারেন, তখন আমরা নগন্য মানুষ কেন তা পারবো না? যিশুর মাকে সম্মান করে আমরা তো আসলে যিশুকেই সম্মান করি।

৩। প্রশ্ন: মারীয়া কি নিষ্পাপ ছিলেন? সকল মানুষই তো পাপ করেছে।

উত্তর: মহান ঈশ্বরের বিশেষ পরিকল্পনায় ধন্যা কুমারী মারীয়া তাঁর জন্ম লগ্ন থেকেই সম্পূর্ণ রূপে নিষ্পাপ ছিলেন। এটি হতেই পারে না যে, পরম পবিত্র ঈশ্বর একজন পাপী মানুষের মধ্য দিয়ে এ জগতে প্রবেশ করবেন। তিনি মারীয়াকে আদি পাপের সমস্ত কলঙ্ক থেকে মুক্ত করে সৃষ্টি করেছিলেন। তাই মহাদূত গাব্রিয়েল আনন্দ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন: "প্রণাম, পরম আশিসধন্যা" বা "পবিত্রতায় পূর্ণা": "Hail, full Grace।"[৫] ইসলাম ধর্মের পবিত্র কোরান শরীফেও এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়: "হে মরিয়াম! আল্লাহ্ তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করিয়াছেন এবং বিশ্বের নারীদের মধ্যে তোমাকে তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন।"[৬] তাছাড়া, ধন্যা মারীয়া হলেন মুক্তিদাতা যিশু কর্তৃক মানব পরিত্রাণের প্রথম ফসল। যিশু স্বয়ং ঈশ্বর যিনি, তিনি এই পৃথিবীতে রূপ মানব রূপ ধারণ করার পূর্বেই ধন্যা মারীয়াকে, অর্থাৎ নিজের মাকে পাপশূন্যা রূপে সৃষ্টি করে করে এই জগতে প্রেরণ করেছিলেন।

৪। প্রশ্ন: আমরা ধন্যা মারীয়ার কাছে প্রার্থনা করি কেন? বা, ধন্যা মারীয়াকে অনুরোধ করবো কেন? সরাসরি যিশুকে বললেই তো চলে!

উত্তর: প্রকৃত পক্ষে, আমরা মারীয়ার কাছে প্রার্থনা করি না, কিন্তু তাঁর মধ্যস্থতায় যিশুর কাছে, তথা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে থাকি। কেননা আমরা বিশ্বাস করি যে, ধন্যা মারীয়াকে ঈশ্বর বিশেষ অনুগ্রহ দান করেছেন; তিনি তাঁকে পাপশূন্যা, ঐশ কৃপায় পরিপূর্ণা, এক পবিত্র ও বিশেষ আশীর্বাদপ্রাপ্ত ব্যক্তি রূপেই সৃষ্টি করেছেন। কাজেই আমাদের এই বিশ্বাস আছে যে, ধন্যা মারীয়ার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে আমরা যখন কোন প্রার্থনা বা আবেদন জানাই, তখন ঈশ্বর আমাদের সেই প্রার্থনা নিশ্চয়ই পূর্ণ করবেন।

তার প্রমাণ পাই কানা নগরে বিবাহ ভোজের কাহিনীতে *(৭ দ্রঃ যোহন ২:১-১১)*।[৭] দরিদ্র পরিবারের এই বিবাহ ভোজের সময় যখন খাদ্য (দ্রাক্ষারস) ফুরিয়ে গিয়েছিল, সেই মহা বিপদের সময় ধন্যা মারীয়ার মাধ্যমে সে গরিব পরিবারের খাদ্যের অভাব যিশু পূর্ণ করেছিলেন তাঁর মায়ের অনুরোধের কারণেই। অর্থাৎ, যিশু তার মায়ের অনুরোধ কখনো অগ্রাহ্য করেন না। সেই বিশ্বাসেই আমরা ধন্যা মারীয়ার মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের কাছে বা যিশুর কাছে প্রার্থনা করে থাকি। অনেক সময় অনেক মানুষ ধর্মীয় ব্যক্তিদেরকে অনুরোধ করে এরূপ বলে থাকেন: "আমার ছেলে/মেয়ে, শ্বশুর/শ্বাশুড়ি

(বা অন্য কেউ) অসুস্থ। দয়া করে তার জন্য প্রার্থনা করবেন।" আমি-আপনি দুর্বল পাপী মানুষ। যদি লোকেরা আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে অনুরোধ করতে পারেন, তবে সবচেয়ে পবিত্রা যে নারী ধন্যা মারীয়া, আমরা কি আমাদের প্রয়োজনে ঈশ্বরের কাছে আমাদের হয়ে প্রার্থনা করতে তাঁর সাহায্য চাইতে পারি না? অবশ্যই তা করতে পারি।

৫। প্রশ্ন: জপমালা বা রোজারী প্রার্থনার কি কোন বাইবেলের ভিত্তি আছে?

উত্তর: অবশ্যই আছে। কেননা পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত যিশুর জীবন-কাহিনীর উপর ভিত্তি করেই পবিত্র জপমালা প্রার্থনা রচিত হয়েছে, বিশেষ ভাবে পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মের উপর ভিত্তি করে রচিত। জপমালা প্রার্থনা হলো 'যিশু-কেন্দ্রীক প্রার্থনা', ধন্যা কুমারী মারীয়াকে কেন্দ্র করে নয়। এই প্রার্থনায় আমরা ধন্যা মারীয়ার সাথে যিশুর পূর্ণাঙ্গ জীবন-ধ্যানে প্রবেশ করি - যেমন: যিশুর দেহধারণ রহস্য, তাঁর আশ্চর্য জন্মগ্রহণ, শিক্ষা দান ও ঐশরাজ্য সম্বন্ধে প্রচার, মুক্তির বারতা কথায় ও কার্যে প্রকাশ, মানব-মুক্তির জন্যে তাঁর চরম কষ্টময় ক্রুশীয় মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে শয়তানের সমস্ত শক্তি ও মৃত্যুর উপর তাঁর চূড়ান্ত বিজয় সূচনা, স্বর্গে তাঁর মহিমার আসন গ্রহণ এবং নিজ গর্ভধারিণী মাকে নিজের পাশে সম্মানের আসন প্রদান - পবিত্র মঙ্গলসমাচার সমূহে বর্ণিত এসব কিছুই আমরা জপমালা প্রার্থনায় ধ্যান ও প্রার্থনা করি। তাই পোপ সাধু দ্বিতীয় জন পল বলেন: "জপমালা প্রার্থনা হলো মঙ্গলসমাচারের সার-সংক্ষেপ" (The Rosary, "a compendium of the Gospel.")।[৮] এই প্রার্থনাকে বলা হয় "খ্রিস্টকেন্দ্রিক" প্রার্থনা, যা সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র বাইবেল ভিত্তিক। তাই পোপ সাধু দ্বিতীয় জন পল বলেন: "জপমালা প্রার্থনা মা মারীয়ার সাথে যিশুর শ্রীমুখ ধ্যান ছাড়া অন্য কিছু নয়" (To recite the Rosary is nothing other than to contemplate with Mary the face of Christ.)।[৯] তাই জপমালা প্রার্থনাকে বলা হয়ে থাকে "বাইবেল প্রার্থনা।" সেই কারণেই পোপ ষষ্ঠ পল "জপমালা প্রার্থনা সম্পর্কে বলেছেন যে, জপমালা প্রার্থনা হলো "একটি মঙ্গলসমাচার-প্রার্থনা" (a Gospel prayer)।"[১০]

পোপ সাধু দ্বিতীয় জন পল তাই বলেছেন: "জপমালা হল পবিত্র বাইবেলের সারসংক্ষেপ। জপমালা প্রার্থনায় আমরা মারীয়ার সাথে যিশুর জীবন ধ্যান করি। "কেননা, জপমালা প্রার্থনায় যিশুর জীবন সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে। সাধু দ্বিতীয় জন পল এই প্রসঙ্গে বলেন: "জপমালা প্রার্থনার মধ্যে খ্রিস্ট-ধ্যান নিহীত" ("The Rosary--- consists in the contemplation of Christ")।[১১] পবিত্র জপমালা প্রার্থনা হলো একটি ধ্যানময় প্রার্থনা। মা মারীয়ার সাথে আমরাও পরিবারের সবাই মিলে সেই একই ধ্যানে যোগদান করি - খ্রিস্ট-ধ্যানে প্রবেশ করি এবং যিশুর শান্তি-আশীর্বাদ লাভ করি। সাধু দ্বিতীয় জন পল এই প্রসঙ্গে বলেন: "জপমালা প্রার্থনার মধ্যে খ্রিস্ট-ধ্যান নিহীত" ("The Rosary--- consists in the contemplation of Christ")।[১২] মা মারীয়া যেমন ঈশ্বরের বাণী অন্তরে গেঁথে রাখতেন এবং তা ধ্যান করতেন *(দ্র: লূক ২:১৯)*, আমরাও জপমালা প্রার্থনার সময় যিশুর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও শিক্ষা অন্তরে ধারণ করি এবং তা নিয়ে ধ্যান করি। এই প্রার্থনার অনেকগুলো কথাই সরাসরি পবিত্র বাইরে থেকে নেওয়া হয়েছে। যেমন, প্রভুর প্রার্থনা, দূতের বন্দনার প্রথম অংশ। এগুলোর সাথে মণ্ডলী আরো কিছু কথা যোগ করেছে।

৬। প্রশ্ন: জপমালা প্রার্থনা একটি 'একঘেয়েমি' প্রার্থনা। একই কথা বার বার বলতে হয় কেন?

উত্তর: প্রায় সকল ধর্মের প্রার্থনা-আরাধনার মধ্যে একই কথা, একই শ্লোক বা ধুয়ো বার বার উচ্চারিত হওয়ার রীতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন, হিন্দু ধর্মে 'জয় হরি', হরে কৃষ্ণ হরে রাম', বৌদ্ধ ধর্মে 'ওম শান্তি,' ইসলাম ধর্মে 'আল্লাহু', খ্রিস্টধর্ম 'জয় জয় প্রভুর জয়,' 'জয় যিশু' ইত্যাদি রীতি লক্ষ্য করা যায়।

পবিত্র বাইবেলেও এরূপ বহুবার উচ্চারিত ঈশ্বর বন্দনা লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে উচ্চারিত বাণীর গভীরে প্রবেশ করে ঈশ্বরের উপস্থিতি ও উপলব্ধির গভীর ধ্যানে প্রবেশ করা যায়।

যেমন, আদিপুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে জগত সৃষ্টির বিবরণে প্রতিদিন সৃষ্টির পর দিনের শেষে বলা হয়েছে: "নামলো সন্ধ্যা, জাগলো প্রভাত। পূর্ণ হলো ---দিন।"[১৩] তাছাড়া, ভাববাদী দানিয়েলের পুস্তকের ৩ অধ্যায়ে বর্ণিত অতি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে অক্ষত অবস্থায় দন্ডায়মান স্বর্গের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী তিন যুবক - শাদ্রাক, মেশাক ও আবেদনেগো রক্ষাকারী ঈশ্বরের যে মহিমাগান করেছেন, তাতে একই কথা বার বার উচ্চারিত হয়েছে এভাবে: "ধন্য প্রভু, তাঁর স্তবগান ও বন্দনা কর চিরকাল।"[১৪] এছাড়াও পবিত্র সামসঙ্গীত ১৩৬-এ একই কথা ২৬ বার ধুয়ো আকারে বলা হয়েছে। যেমন: "তাঁর দয়া, সে তো চিরকালেরই দয়া।"[১৫]

(চলবে)

৯ পৃষ্ঠার পর....

সহভাগিতার জীবন। যিশুর (বাণী/রুটি) মধ্য ও কাছ থেকেই আমি/আমরা এ জীবন লাভ করি নিত্য দিনে পরিপক্ক ও বিকশিত হই।

খ্রিস্টযাগেই আমরা পাই যিশুর দেহ ও রক্ত দেহধারী বাণী, যিনি জীবনের পূর্ণতা ও পরিত্রাণ। প্রতিটি খ্রিস্টযাগ যিশুর নামে স্মরণানুষ্ঠান। তিনি নিজেকে নিজে পিতার চরণে নিবেদন করে আমাদের পরিত্রাণ ও ঐশ জীবন নিশ্চিত করেছেন। খ্রিস্টযিশু নিজেকে একবার সকলের জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলি উৎসর্গ করেছেন ও আমাদের জন্য চিরকালের জন্য পূর্ণতা এনে দিয়েছেন *(দ্র: হিব্রু ৯:১১-১৫)*। যিশুর এই বলিদান যর্থাথই হয়েছে যা আমাদের পরিত্রাণ এনে দিয়েছে। সুতরাং যিশুর দেহরক্ত আমাদের প্রকৃত খাদ্য ও পানীয় ও জীবনের উৎস। যেখান থেকে আমরা প্রতিদিন জীবন পাই ও সেই একই জীবন অন্যের সাথে সেবাদানে সহভাগিতা করি।

উপসংহার:- "আমিই সেই জীবন-রুটি। যে আমার কাছে আসে, সে কখনো ক্ষুধার্ত হবে না; আমাকে যে বিশ্বাস করে, সে কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না" *(যোহন ৬:৩৫)*। এই রুটি/বাণী জীবন রুটি/বাণী যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। যিনি তা দান করেন নিজের জীবনদানে। আমরা তা গ্রহণ করে ফলশালী ও সক্রিয় হয়ে আনন্দে সহভাগিতার জীবন যাপনের প্রেরণা পাই ও এগিয়েও যাই। কারণ, যিশুই জীবনের পূর্ণতা। "আমি মোশীর বিধান বা প্রবক্তাদের নির্দেশ বাতিল করতে আসি নাই। আমি তা বাতিল করতে আসিনি, বরং পূর্ণ করতে এসেছি" *(মথি ৫:১৭)*। তিনি সবকিছু পূর্ণ করতে এসেছেন বলেই সবকিছু এক করতে চান পিতার কাছে প্রার্থনা করে বলেন; "পিতা, যেমন তুমি আমাতে রয়েছ, আর আমি তোমাতে রয়েছি, তেমনি তারাও যেন এক হয়" *(যোহন ১৭:২১)*। আমরা খ্রিস্টযাগে বাণীপাঠ, শ্রবণ, ধ্যান ও রুটি (খ্রিস্টপ্রসাদ) গ্রহণে যিশুর সাথে এক হয়ে পিতার সাথে মিলিত হয়ে সহভাগিতায় জীবন যাপন করি। যিশুর দেহ ও রক্ত আমাদের অনন্ত জীবন দান করুক। আমেন॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

মানুষের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবনে সঞ্চয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মিলন আই গমেজ

প্রারম্ভিকা

মানুষের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবনে সঞ্চয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা যে অপরিসীম, সেই বিষয়টি বহুদিন আগে থেকেই সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত হয়ে আসছে। কারণ সমাজের মানুষ হিসেবে আমাদের কাছে এই ধরনের বহু জ্বলন্ত উদাহরণ রয়েছে যে, পরিবার এবং সমাজের যে সকল মানুষ সময় থাকতে সঞ্চয় করে থাকেন, তাদের ভবিষ্যত জীবন অবশ্যই সুখের হয়ে থাকে। আর পরিবার এবং সমাজের যে সকল মানুষ সময় থাকতে সঞ্চয় করেন না, তাদের ভবিষ্যত জীবনে নানা ধরনের সমস্যা এবং অসুবিধা দেখা দেয়। সঞ্চয় সম্পর্কে এই উদাহরণটি যে একটি চরম সত্য বিষয়, সেই সম্পর্কে বেশি করে বলার প্রয়োজন নেই। কেননা মানুষের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবনে সঞ্চয়ের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এই ধরনের চরম বাস্তব সত্য কথা সমাজ এবং বিশ্বের অনেক জ্ঞানী-গুণী, কবি, সাহিত্যিক, সমাজবিজ্ঞানী এবং অর্থনীতিবিদগণ সুন্দর সুন্দর উক্তি এবং শিক্ষণীয় বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য অথবা বক্তব্য দিয়ে গেছেন, যেগুলোর কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হলো :-

সঞ্চয় সম্পর্কে কেউ বলেছেন

০১। সঞ্চয় ভবিষ্যত জীবনে আর্থিক নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে।

০২। সঞ্চয় মানুয়ের জীবনে সর্বদা রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে।

০৩। সঞ্চয় মানুষের জীবনে বিপদের সময়ে পরম বন্ধু হিসেবে কাজ করে।

০৪। সময় থাকতে সঞ্চয় কর, ভবিষ্যত জীবন নিরাপদ কর।

০৫। একটু একটু সঞ্চয় করি, সুখ-শান্তি এবং আনন্দময় জীবন গড়ি।

০৬। সঞ্চয় অমূল্য সম্পদ বলে এর যথাযথ যত্ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ আবশ্যক।

০৭। পরিবারের সবাই মিলে সঞ্চয় কর, ভবিষ্যত জীবন সুখের কর।

০৮। যদি সুখী জীবন গড়তে চাও, ব্যয় কমিয়ে আয় বাড়াও।

০৯। আমি তুমি সঞ্চয় করি, অন্যদের সঞ্চয় করতে উদ্বুদ্ধ করি।

১০। চঞ্চল টাকা কখনোও আঁচলে বেঁধে রেখ না।

ক) সঞ্চয় সম্পর্কে ঐতিহ্যগত ধারণা

বাঙালি জাতি হিসেবে আমরা সবাই কম বেশি সঞ্চয় প্রবণ। আমাদের দেশের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা এবং পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, বহু প্রাচীন কাল থেকেই আমরা বেশিরভাগ বাঙালিরাই সঞ্চয় করতে যথেষ্ট আগ্রহী। এজন্য বলা হয়ে থাকে যে, আমাদের বাঙালিদের মধ্যে রয়েছে সঞ্চয়ের এক ধারাবাহিক ঐতিহ্য। কেননা প্রাচীনকাল থেকেই আমরা সকলেই স্ব-চোখে দেখে এসেছি যে, বিশেষ করে আমাদের শ্রদ্ধেয় এবং প্রিয় মায়েরা বাড়িতে একটি পাতিলে মুষ্টিচাল সঞ্চয় করে রেখে দিতেন। এর অর্থ হলো যে, আমাদের মায়েরা অভ্যাসগতভাবে প্রতিদিন রান্নার সময় চালের হাড়িতে চাল দেওয়ার সময় এক মুষ্টিচাল আলাদা করে দুঃসময়ের জন্য রেখে দিতেন। এভাবে প্রতিদিন এক মুষ্টি করে চাল রাখতে রাখতে মাস শেষে বেশ কিছু পরিমাণ চাল হাড়িতে জমা হতো। তাই কোনোদিন যদি বাড়িতে রান্না করার মত কিছু না থাকতো কিংবা চাল ক্রয়ের জন্য হাতে কোনো ধরনের টাকা-পয়সা না থাকতো, তাহলে সেই জমানো মুষ্টিচাল পরিবারের কাজে লাগানো হতো। তাছাড়া গ্রামের বেশিরভাগ লোকেরা মাটির পাত্রে অভ্যাসগতভাবে খুচরা টাকা-পয়সা রেখে দিতেন। আবার গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতে ছিল বাঁশের খুটির ঘর। সেই বাঁশের খুটিতে গর্ত করে খুচরা পয়সা রেখে দেওয়া হতো। এভাবে আমাদের দেশের লোকজনদের বহুদিন আগে থেকেই নানা পদ্ধতিতে সঞ্চয় করে আসতে দেখা গেছে। অন্যদিকে বৃহৎ সঞ্চয়ের উদাহরণ হিসাবে দেশের গ্রামে গ্রামে ধর্মগোলার প্রচলন ছিল। গ্রামের সকলে মিলে সেই ধর্মগোলার মধ্যে প্রতি মৌসুমে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলাদি বিশেষ করে ধান এবং ডাল জমা করে রাখতেন। সেই ধর্মগোলা হতে আকালের অর্থাৎ বিপদের সময় গ্রামের মানুষদের প্রয়োজন অনুসারে ধান এবং ডাল দিয়ে সহায়তা করা হতো। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ থাকে যে, শুধুমাত্র গ্রামে গ্রামে নয়, আমার দেখা মতে অনেক ধর্মপল্লীতে শ্রদ্ধেয় ফাদারগণ মিশন প্রাঙ্গণে কোনো একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ধর্মগোলা প্রস্তুত করে রাখতেন, যেখানে ভরা মৌসুমে মানুষের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ফসলাদি বিশেষ করে ধান এবং ডাল জমা করে রাখার সুযোগ দেওয়া হতো। উক্ত ধর্মগোলা থেকে বিপদের সময় গ্রামের মানুষেরা ফসলাদি নিয়ে জীবন ধারণ করতেন।

খ) সঞ্চয় সম্পর্কে মানুষের ধারণা

আগে প্রাথমিকভাবে সঞ্চয় বলতে আয় থেকে ব্যয় বাদ দিলে হাতে অবশিষ্ট যা থাকতো, সাধারণভাবে তাকেই সঞ্চয় বলা হতো। এখানে উদাহরণ স্বরুপ বলা যায় যে, একজন ব্যক্তি যদি দিনে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা আয় করেন এবং ৪০০ (চারশত) টাকা খরচ করেন তাহলে তার দৈনিক সঞ্চয় হলো ১০০ (একশত) টাকা। আবার কোনো ব্যক্তি যদি দিনে ৭০০ (সাতশত) টাকা আয় করেন এবং ৫০০ (পঞ্চাশ) টাকা খরচ করেন তাহলে তার দৈনিক সঞ্চয় হলো ২০০ (দুইশত) টাকা। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা দরকার যে, বহুদিন আগে থেকেই বলতে গেলে সঞ্চয় সম্পর্কে আমাদের বেশিরভাগ মানুষের এটাই প্রাথমিক ধারণা। কেননা আমরা পিতামাতা এবং গুরুজনদের কাছে থেকে বহুদিন থেকেই সঞ্চয় সম্পর্কে এই ধারণাটাই পেয়ে আসছি। কিন্তু কালের পরিক্রমায় সঞ্চয় সম্পর্কে ধারণার মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে মানুষ আর সঞ্চয় সম্পর্কে আগের সেই ধারণার মধ্যে নেই। কেননা সঞ্চয় ধারণার মধ্যে ইতিমধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে মানুষের মধ্যে সঞ্চয় সম্পর্কে এমন এক ধারণার জন্ম হয়েছে যে, শুধুমাত্র আয় থেকে ব্যয় বাদ দিলে সঞ্চয় হয় না, বরং তার সাথে Force Savings (বাধ্যতামূলক সঞ্চয়) কথাটি যোগ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এই Force Savings (বাধ্যতামূলক সঞ্চয়) কথাটি বলতে বুঝানো হয়েছে যে, আগে একজন মানুষ দৈনিক যা আয় করতেন, তার থেকে একটি অংশ অভ্যাসগতভাবে ব্যক্তিগত এবং পরিবারের বিভিন্ন প্রয়োজনে খরচ করতেন। পরিবারের জন্য খরচ করার পর হাতে যে টাকা থ াকতো, সেই টাকাটাকেই সঞ্চয় বলা হতো। কিন্তু সঞ্চয়ের নতুন ধারণা অনুসারে এখন তা আর সম্পূর্ণভাবে প্রয়োজন হয় না। এর অর্থ হলো যে, বর্তমানে একজন ব্যক্তি দৈনিক যে আয় করেন, সেই আয়ের অংশ থেকে আগেই Force Savings (বাধ্যতামূলক সঞ্চয়) হিসাবে একটি অংশ আলাদা করে রেখে দিতে হবে। তারপর হাতে যে অবশিষ্ট টাকা থাকবে, সেই টাকাই ব্যক্তিগত এবং পরিবারের বিভিন্ন প্রয়োজনে খরচ করতে হবে। অর্থাৎ পরিবার অথবা সমাজের কোনো

ব্যক্তি যদি দৈনিক আনুমানিক ৮০০ (আটশত) টাকা আয় করে থাকেন, তাহলে সেই ব্যক্তিকে প্রথমেই ৩০০ (তিনশত) টাকা Force Savings (বাধ্যতামূলক সঞ্চয়) হিসাবে আলাদা করে রেখে বাকী ৫০০ (পাঁচশত) টাকা পরিবারের বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য খরচ করতে হবে। এটাই হলো বর্তমান সময়ে বিভিন্ন জ্ঞানী-গুণী, কবি, সাহিত্যিক, সমাজবিজ্ঞানী এবং অর্থনীতিবিদগণদের পক্ষ থেকে সঞ্চয় সর্ম্পকে নতুন ধারণা।

গ) মানুষের জীবনে সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয় কেন

মানুষকে জীবন ধারণ করার জন্য বিভিন্ন কারণে সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়। এর অর্থ হলো যে, প্রতিদিনকার জীবনে মানুষকে এমন অনেক ধরনের কাজ করতে হয়, যেগুলোর মধ্যে অনেক কাজ করতে কোনো ধরনের টাকা-পয়সার প্রয়োজন হয় না, আবার অনেক কাজ টাকা-পয়সা ছাড়া কোনোভাবেই সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। সেজন্যই বলা হয়ে থাকে যে, মানুষকে জীবন ধারণ করার জন্য সঞ্চয়ের অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং, মানুষের জীবনে সঞ্চয় কেন প্রয়োজন হয়, তার ব্যাপারে নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো :-

০১। পরিবারের সদস্য এবং সদস্যাদের প্রতিদিনের খাবারের প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র ক্রয় করার জন্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন

একটি পরিবার পরিচালনা করতে প্রতিদিন পরিবারের সদস্য এবং সদস্যাদের খাবারের জন্য নানা ধরনের জিনিস-পত্রের প্রয়োজন হয়। এরমধ্যে কিছু জিনিস-পত্র সাধারণত বাড়িতেই থাকে, আর কিছু জিনিস-পত্র অবশ্যই বাইরে থেকে অর্থাৎ বাজার থেকে ক্রয় করতে হয়। বাড়ির বাইরে থেকে অর্থাৎ বাজার থেকে কোনো প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র ক্রয় করতে গেলেই টাকা-পয়সার দরকার হয়। সেজন্যই মানুষের জীবনে সঞ্চয় করার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে।

০২। পরিবারের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ বহন করার জন্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন

প্রত্যেক পরিবারেই ছোট ছোট এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে থাকে। আজকাল ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করাতে একটা বিরাট অংকের টাকার প্রয়োজন হয়। পরিবারের প্রত্যেক ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতের একটি উন্নত জীবনের কথা চিন্তা করেই তাদের লেখাপড়া করাতে হয়। সুতরাং, পরিবারের ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ বহন করাতে সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়।

০৩। পরিবারের সদস্য এবং সদস্যাদের বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত বাবদ খরচ বহন করার জন্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন

পরিবারের সদস্য এবং সদস্যাদের প্রয়োজনের তাগিদেই বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করতে হয়। আজকাল বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করতে গিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ টাকার প্রয়োজন হয়। তাই পরিবারের সদস্য এবং সদস্যাদের যাতায়াত খরচ বহন করার জন্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়।

০৪। পরিবারের সদস্য এবং সদস্যাদের চিকিৎসা বাবদ খরচ বহন করার জন্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন

রোগব্যাধি মানুষের জীবনে বর্তমানে নিত্যদিনের এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং যেকোনো রোগের চিকিৎসা করা এখন অত্যন্ত ব্যয় বহুল। পরিবারের মধ্যে কোনো সদস্য অথবা সদস্যা কখন অসুস্থ হয়ে পড়বে সেটিও বলা অনেকটা অনিশ্চিত। কেননা মানুষের জীবনে রোগব্যাধি খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। সেজন্য পরিবারের কোনো সদস্য অথবা সদস্যা অসুস্থ হলে পড়লে তাকে চিকিৎসা করার জন্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়।

০৫। পরিবারকে হঠাৎ বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করার জন্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন

মানুষের জীবন সব সময় ভাল, আনন্দের এবং সুখের থাকবে, সেই কথাটি কখনোই কারো পক্ষে জোর দিয়ে বলা সম্ভব নয়। এর অর্থ হলো যে, পরিবারে যেকোনো সময় রড় কোনো ধরনের বিপদ-আপদ অথবা সমস্যা আসতে পারে। সেই বিপদ-আপদ এবং সমস্যা থেকে পরিবারকে রক্ষা করার জন্য সঞ্চয় করার প্রয়োজন রয়েছে।

০৬। পরিবারের ভবিষ্যত জীবনের নিরাপত্তার জন্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন

পরিবারের সদস্য এবং সদস্যাদের ভবিষ্যত জীবনের নিরাপত্তার জন্য সঞ্চয় করে রাখার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। কারণ সব সময় মানুষের আয় থাকে না। বিশেষ করে পরিবারে বয়স্ক পিতামাতা এবং অসুস্থ ব্যক্তিদের ভবিষ্যত জীবনের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেই প্রত্যেক পরিবারকেই সময় থাকতে একটি নির্দিষ্ট তহবিল সঞ্চয় করে রাখার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। **(চলবে)**

মিনি-ট্রাক ও Toyota Townace White Microবিক্রি

সম্পূর্ণ চালু অবস্থায় নিম্নলিখিত গাড়ি বিক্রি করা হবেঃ

ক্রমিক নং	গাড়ির বিবরণ	মডেল	সংখ্যা
১.	ডং ফেং মিনি-ট্রাক	২০০৯	১টি
২.	Toyota Townace White Micro	১৯৯৭	১টি

উপরোল্লিখিত গাড়ি দু'টি পরিদর্শনের জন্য ০১.০৬.২০২৪ খ্রিস্টাব্দ হতে ২৫.০৬.২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে। উক্ত তারিখসমূহে (শুক্র ও শনিবার ও অন্যান্য ছুটি ব্যাতীত) প্রতিদিন সকাল ৯:০০ মি. হতে বিকাল ৫:০০ মি. পর্যন্ত গাড়ি পরিদর্শ করা যাবে। টেন্ডার নোটিশ মট্স'র Website: www.mawts.org এ পাওয়া যাবে। দরপত্র পাঠানোর শেষ তারিখ ২৫.০৬.২০২৪ খ্রিস্টাব্দ।

যোগাযোগ: প্রশাসনবিভাগ, মট্স, ১/সি-১/এ,পল্লবী, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬।
মোবাইল # ০১৩২৯৬৩৯৫৩২, ০১৩২৯৬৩৯৫৩৩।

বিজ্ঞ : ১২৩/২৪

LAMB – Employment Opportunity (Re-advertisement)

LAMB is a well-run major mission **Hospital, Community Health Development, Training,** and **Research** organization. Services cover more than 6.3 million people in North West Bangladesh.

There is a vacancy for the following regular position based at LAMB Learning & Development Center, Parbatipur, Dinajpur.

Position: Nursing Principal **Post: 1 Female**

Job Summary: To ensure LAMB nursing management as per guidelines at LAMB Nursing Institute. The Nursing Principal will be responsible for the achievement of the objectives defined by the BNMC and LAMB and also for the provision of efficient, effective and high quality nursing education and high quality service delivery and maintaining functional relationships with GOB officials, partner organizations. She contributes to the achievement of the overall goals of LAMB Learning and Development Centre.

Essential Requirements: BSc in Nursing with valid BNMC registration. BSc in Nursing with MPH is desirable. Minimum 8 years' of experience in teaching, or 5 years' of experience in Principal/Vice Principal position, supervising instructors and carrying administrative roles are required. Experience on monitoring and quality assurance of teaching, reporting, budget management, planning & designing lessons plans, and conducting training needs assessments for nursing instructors are desired. Nursing Principal should demonstrate and encourage participatory teaching and learning approach, critical thinking in teaching (using visual aids, differentiating students in the classroom), and skill teaching attitudes. She must have knowledge and understanding of BNMC curriculum, ability to bring quality education and understand mental health of the students. She must have clear understanding of safe-guarding policy and uphold strong moral values.

Age: Maximum 45 years (Age may be considerable based on experience and/or skills).

Salary: Tk. 46,000 - 51800 per month gross salary (depending on skills and experience). Other benefits include medical care at LAMB, provident fund, and festival allowance.

Job Location: Parbatipur, Dinajpur.

Qualified candidates can apply with an updated CV (mention two referees' names) and a recent passport-size photograph to the **HR Department, LAMB, P.O. Parbatipur, Dinajpur-5250, Bangladesh**; alternatively email to **hrjobs@lambproject.org;** Please mention the position name on top of the envelope or with the subject line of the email.

Application Deadline: 8 June 2024.

N.B. Only shortlisted candidates will be notified. Any kind of persuasion will be considered as disqualified. LAMB authority holds the right to accept or reject any or all applications without giving any reasons.

"At LAMB we are committed to zero tolerance of the abuse or exploitation of children and vulnerable adults."

Follow us: Linked www.lambproject.org

ল্যাম্ব LAMB | যেন জীবন পরিপূর্ণ হয় That all may have abundant life | সমন্বিত পল্লী স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন Integrated Rural Health and Development

বিজ্ঞ : ১২০/২৪

মট্‌স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত
৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম
কোড: ৫০০১২৩, EIIN-১৩২৩০৯

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি
(কারিতাস অঞ্চল ভিত্তিক)

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর নির্দেশনা মোতাবেক মট্‌স এর ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষের (২১তম ব্যাচ) কার্যক্রম শুরু হবে। কারিতাসের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কারিতাসের কর্ম এলাকা, ধর্মপল্লী ও আদিবাসী দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের আংশিক স্টাইপেন্ড সহকারে অটোমোবাইল, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার সায়েন্স, মেকানিক্যাল ও সিভিল টেকনোলজিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে। কারিতাস আঞ্চলিক অফিসসমূহের কোটা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক যোগ্য প্রার্থী বাছাই করা হবে। এ বিষয়ে আগ্রহী প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট কারিতাস আঞ্চলিক অফিসসমূহে আগামী **৪ জুলাই, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের** মধ্যে আবেদন করতে অনুরোধ করা হলো।

-: কারিতাস আঞ্চলিক অফিসসমূহে যোগাযোগের ঠিকানা :-

আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস বরিশাল অঞ্চল সাগরদি, বরিশাল - ৮২০০ ফোন: (০৪৩১)৭১৬১৯ মোবা: ০১৭১৯-৯০৯৪৮৬	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চল ১/ই বায়োজিদ বোস্তামী রোড (মিমি সুপার মার্কেটের পিছনে) পূর্ব নাসিরাবাদ, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম ফোন: (০৩১)৬৫০৬৩৩ মোবা: ০১৮১৭-৭১০১৭৯	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস ঢাকা অঞ্চল ১/সি-১/ডি, পল্লবী, মিরপুর - ১২ ঢাকা-১২১৬ ফোন: +৮৮০-২-৯০০৭২৭৯ মোবা: ০১৯৫৫-৫৯০৬৫৫	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চল পশ্চিম শিবরামপুর পি. ও.বক্স-৮ দিনাজপুর - ৫২০০ ফোন: (০৫৩১) ৬৫৬৭৩ মোবা: ০১৭১২-৫৬৭৩৪৪
আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস খুলনা অঞ্চল খুলনা - ৯১০০ ফোন: (০৪১) ৭২২৬৯০ মোবা: ০১৭১৮-৪০৪৩৮২	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল ১৫ ক্যাথলিক পল্লী মিশন রোড ভাটিকেশ্বর, ময়মনসিংহ - ২২০০ ফোন: (০৯১) ৬১৭৯৩ মোবা: ০১৭১৮-১৭৯০৫৮	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল পি.ও. বক্স-১৯ মহিশবাথান, রাজশাহী - ৬০০০ ফোন: (০৭২১) ৭৭৪৬১০ মোবা: ০১৭১৬-৯২০০১৬	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস সিলেট অঞ্চল সুরমাগেট খাদিমনগর সিলেট - ৩১০৩ ফোন: (০৮২১) ২৮৭০০৫১ মোবা: ০১৭১১-৭৩১৪২৭

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও আবেদন করার নিয়ম :

১. এস.এস.সি./সমমান পরীক্ষায় সর্বনিম্ন জি.পি.এ. ৩.০০ (সকল বিভাগের জন্য প্রযোজ্য) ।
২. সাদা কাগজে জীবন বৃত্তান্তসহ নিজ হাতে লিখিত আবেদন পত্র।
৩. সদ্যতোলা পাসপোর্ট আকারের ২ কপি রঙীন ছবি।
৪. এস.এস.সি./সমমান পরীক্ষা পাশের নম্বরপত্র অথবা অন-লাইন কপি, প্রবেশপত্র, প্রশংসাপত্র ও জন্মনিবন্ধন এর সত্যায়িত ফটোকপি।
৫. পিতা ও মাতার পাসপোর্ট আকারের ১ কপি রঙীন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি ও মোবাইল নম্বর।

উপরোক্ত নিয়মাবলী কেবলমাত্র আঞ্চলিক কোটায় যারা ভর্তি হয়ে মট্‌স ক্যাম্পাসে অবস্থান করে পড়াশুনা করবে তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

এছাড়া সাধারণ অর্থাৎ অনাবাসিক (বাইরে অবস্থান করে) শিক্ষার্থী হিসেবে উপরোক্ত যে কোন টেকনোলজিতে মট্‌স এ পড়াশুনা করার সুযোগ রয়েছে। আগ্রহী প্রার্থী ভর্তির জন্য সরাসরি অথবা অনলাইনে মট্‌স এর সাথে যোগাযোগ করে ভর্তির কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ
ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক (প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা)
মট্‌স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি
১/সি-১/এ, পল্লবী, মিরপুর - ১২, ঢাকা-১২১৬
মোবাইল ঃ ০১৩২৯-৬৩৯৫২১, ০১৩২৯-৬৩৯৫২২, ০১৩২৯-৬৩৯৫২৩
E-mail: general@mawts.org, mte@ mawts.org, Website : www.mawts.org

মট্‌স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি কারিগরি শিক্ষার একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

বিজ্ঞ : ১২২/২৪

বাংলার জনপদ থেকে

বেপরোয়া কিশোর গ্যাং

ফাদার সুনীল রোজারিও

এই কলামের ৮২তম আসরে কিশোর গ্যাং নিয়ে লিখেছিলাম। সে সময় বিষয়টি নিয়ে দেশের বড় বড় পত্রিকায় আরো অনেকে লিখেছেন, এখনো লিখছেন। প্রশাসনও কিশোর গ্যাং ও কিশোর অপরাধ নির্মূলের জন্য কাজ করছেন। বাংলাদেশে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের শিশু আইন অনুসারে ১৮ বছরের কম বয়সীরা যখন কোনো অপরাধ করে তখন তাকে বলা হয় কিশোর অপরাধ। তবে কিশোর গ্যাংয়ের যারা মাস্টারমাইন্ড তাদের বয়স কিন্তু ১৮ বছরের বেশি। কিশোর অপরাধ এবং কিশোর গ্যাং বাংলাদেশের একটি নতুন সংস্কৃতি। আগে কিছু ছিলো কিন্তু সেগুলো শিশুসুলভ আচরণ হিসেবেই দেখা হতো। "নাইন ষ্টার" কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা তাদের বিরুদ্ধ সংগঠন "ডিস্কো বয়েজ" এর এক সদস্যকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করার পর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে রাজধানীতে কিশোর গ্যাংদের ক্রিয়াকলাপ প্রশাসনের নজরে আসে। সে সময়ের বিভিন্ন তথ্যমতে, কমপক্ষে ১০ হাজারের মতো কিশোর-কিশোরী ৫০টির মতো কিশোর গ্যাংয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলো। এই গ্যাংগুলোর নামও ছিলোও বিচিত্র। যেমন- নাইন ষ্টার, ডিস্কো বয়েজ, বিগ বস্, পাওয়ার বয়েজ, বিছুছু বাহিনী, ডন গ্রুপ, মুন্না গ্রুপ, ব্ল্যাক কোবরা, ডার্ক শ্যাডো, নাফিজ ডন, ইত্যাদি। নামগুলোই বলে দেয়- কিশোর গ্যাংগুলোর চরিত্র কেমন হতে পারে।

ইদানিং কিশোর গ্যাং ও কিশোর অপরাধ বাংলাদেশে প্রশাসনের জন্য মাথা ব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে। প্রায়ই খবরের শিরোনাম হচ্ছে কিশোর গ্যাং ও কিশোর অপরাধ। প্রথমে দেখলে মনে হয় এরা সব ছাত্র-ছাত্রী- একসঙ্গে মেলামেশা করছে। কিন্তু পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যাবে, এদের আচরণ, চলাফেরা সাধারণ কিশোরদের মতো নয়। এরা নিজেদের খরচ বহন করার জন্য এলাকা থেকে অবৈধভাবে অর্থ সংগ্রহ করে। দলের বড়রা, অপেক্ষাকৃত তরুণদের মাধ্যমে মাদক সরবরাহের কাজ করে এবং নিজেরাও মাদক গ্রহণ করে। বয়সে তরুণ বলে এরা প্রশাসনের নজরে আসে না। চোরাচালান, ইভটিজিং, যৌন হয়রানি, খুন-সংঘর্ষ, ইত্যাদি, কিশোর গ্যাংদের কাজ। সমাজে বড়দের প্রতি তাদের স্বভাব ড্যাম কেয়ার। কিছু গ্যাং আবার "বড় ভাই" ও দাগি সন্ত্রাসীদের নির্দেশ মেনে কাজ করে থাকে। কিশোর গ্যাংরা তাদের অবৈধ কাজ ও সন্ত্রাসকে একটা হিরোইজম বা বাহাদুরি হিসেবে দেখে। প্রায় সবাই কোনো না কোনো ধরণের মাদক ও পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত।

গত ১৮ মে, "প্রথম আলো" পত্রিকা তার প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনাম করেছে, " বেপরোয়া ২৩৭ কিশোর গ্যাং।" পত্রিকায় বলা হয়েছে, "সারা দেশে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য ২ হাজার ৩৭২জন। শুধু ঢাকা ও চট্রগ্রাম মহানগরেই কিশোর গ্যাং রয়েছে ১৮৪টি। কিশোর গ্যাং সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে ৭৮০টি। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে রাজধানীতে যত খুন হয়েছে তার ২৫টি কিশোর গ্যাং- সংশ্লিষ্ট।" কিশোর গ্যাং সদস্যরা বেপরোয়া হয়ে উঠছে বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া বিশেষ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, "গ্যাংয়ের সদস্যরা কখনো রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় অবস্থান করে বা সন্ত্রাসীদের মাধ্যমে ব্যবহৃত হচ্ছে। ছিনতাই, চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা, অপহরণ, ধর্ষণ, অস্ত্র ব্যবসা, পাড়া-মহল্লায় নারী ও কিশোরীদের উত্ত্যক্ত করা এবং খুনের মতো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে তারা জড়িয়ে পড়ছে।"

পত্রিকায় বলা হয়েছে যে, "রাজনৈতিক শক্তি ও পরিচয় ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ ব্যতীত কিশোর গ্যাং সমস্যার সমাধান হবে না।" মন্ত্রিসভার গত ৮ এপ্রিলের বৈঠকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিশোর গ্যাং মোকাবেলার জন্য কিছু ভিন্ন মাত্রার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "প্রথাগত অন্য অপরাধীদের সঙ্গে যেনো তাদের (কিশোর অপরাধী) মিলিয়ে ফেলা না হয়। তাদের জন্য বিশেষ কাউন্সিলের ব্যবস্থা, কিছু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা।" প্রধানমন্ত্রী আরোও বলেছেন, "তাদের যেনো দীর্ঘ মেয়াদে অপরাধী বানিয়ে ফেলা না হয়, সংশোধনের সুযোগ যেনো থাকে। কারাগারে অন্য আসামিদের সঙ্গে যেনো না রাখা হয়।" শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো কিশোর অপরাধ দমন সম্পর্কে ভূমিকা পালন করতে পারে। অভিভাবকদেরও এই বিষয়ে সচেতন করে তুলতে হবে।

কিশোর গ্যাং হয়ে ওঠার পিছনে কারণ কী? সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী এবং অপরাধতত্ত্ববিদদের মতে, পরিবার, সমাজ এবং রাজনীতি এর পিছনে দায়ী। পরিবারে বাবা-মা যেমন, সন্তান হবে তেমন, এটা চিরন্তন সত্য। পারিবারিক অশান্তি সন্তানদের বিপথে ঠেলে দেয়। ঝগড়া-বিবাদ ও বিচ্ছেদ শিশুদের মনে দারুণভাবে দাগ কাটে। তখন তারা বিকল্প কিছুর মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব খুঁজে। দ্রুত উন্নয়নশীল বিশ্বে এখন সময়ের বড় অভাব। কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে সন্তানদের প্রতি অভিভাবকদের নজর দেওয়ার সময় থাকে না। আবার দুর্বল সমাজ ব্যবস্থাও দায়ী। আদি অর্থে সমাজ বলতে এখন আর তেমন কিছু বাকী নেই। প্রাচীনকালে এলাকার কিছু পরিবার নিয়ে একটা কমন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠতো। এখন নেই- সবাই যার যার মতো করে চলে। শাসন করার কেউ নেই, দেখার কেউ নেই। কার সন্তান বয়ে গেলো, এই নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। অন্যদিকে কিশোর অপরাধের পিছনে মিডিয়ার একটা ভূমিকা রয়েছে। টিভি সিরিয়ালগুলোতে যেভাবে ক্রাইম রিপোর্ট তুলে ধরা হয়- সেগুলো তরুণ মনে দাগ কাটে। সন্ত্রাসী কার্যকলাপ দেখে সেগুলোর বিরুদ্ধে তাদের এগিয়ে আসার বয়স হয়নি। উল্টো তা থেকে অবৈধ টেকনিকগুলো শিখে নেয়। ইদানিং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যেসব উল্টা পাল্টা রিল প্রচার করা হচ্ছে, সেগুলোর ভাষা, বড়দের সঙ্গে ছোটদের সম্পর্ক, উদ্ভট আচরণ সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে যায় না। এগুলো মার্জিত হতে হবে। মোটকথা, কিশোর অপরাধ দমনে পরিবার, সমাজ এবং প্রশাসনকে একসঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে।

আজকাল খ্রিস্টান সন্তানদের মধ্যেও অস্থির প্রবণতা বাড়ছে। ধর্মের প্রতি অনীহা, পড়ালেখায় অনিয়ম, মাদকদ্রব্য সেবন, পালিয়ে যাওয়া, কেলেঙ্কারি, এমনকি আত্মহত্যার প্রবণতাও বাড়ছে। পরিবারের অনেক অভিভাবক পেশাগত কারণে বাইরে থাকেন। ফলে সন্তানদের দেখার কেউ নেই। অনেককে দল বেঁধে রাস্তার মোড়ে, ব্রীজের উপর, প্রতিষ্ঠানের বাইরে মোবাইল হাতে চুপচাপ বসে থাকতে দেখা যায়। আবার এক সময় উধাও হয়ে যায়। এগুলো ভালো লক্ষণ নয়। কিছু অবৈধ ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের কথাও মাঝেমধ্যে শোনা যায়। সমাজের নেতা ও বিধায়কদের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখতে হবে। স্থানীয় চার্চের পালকীয় পরিকল্পনার মধ্যে বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। সবশেষে বলতে হয়- পরিবারে স্বচ্ছলতা, প্রতিপত্তি যতই থাকুক, সন্তান নষ্ট হয়ে গেলে- অভিভাবকদের জন্য হবে নরক যন্ত্রণা। পাঠকদের প্রতি রইলো শুভেচ্ছা।

"ঠাণ্ডা" যুদ্ধ

এক বিরাট পাহাড়ের পাদদেশে এক গুহায় সিংহ আর বাঘ বাস করত। তারা দুজন পরম বন্ধু ছিল। প্রত্যেকদিন তারা পশু শিকার করত ,আর যা পেত তা দুজনে ভাগ করে নিত। এভাবে তারা দুজন শান্তিতে থাকত। একদিন এমন ঘটনা ঘটল যে তাদের মধ্যে " ঠাণ্ডা" নিয়ে ঝগড়া হলো। সিংহ বলে দিনে ঠাণ্ডা লাগে আর বাঘ বলে রাতে ঠাণ্ডা পড়ে। কেউ কারোর কথা মেনে নেবেনা, দুজনই মনে করল "আমিই ঠিক", তাই তাদের মধ্যে তর্ক শুরু হলো। এরই মধ্যে শীঘ্রই তীব্র ঝগড়া এবং মারামারিও লেগে গেল। সিংহ রাগে জোরে গর্জে উঠল আর বাঘটিও পিছন ফিরে আক্রমনাত্মক হয়ে উঠল। একজন সন্ন্যাসী সেই গুহার অদূরে বাস করত। গর্জন শুনে সে সাথে সাথে দেখতে আসলেন কি হয়েছে। এসে দেখলেন তাদের এই তুমুল ঝগড়া। তিনি সিংহ ও বাঘকে জিজ্ঞাসা করলেন দুই বন্ধু কেন ঝগড়া করছে। বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে উত্তরে সিংহ বললেন যে, তারা "ঠাণ্ডা নিয়ে ঝগড়া করছে, একজন বলে দিনের বেলা ঠাণ্ডা আর একজন বলে রাতের বেলা। তাহলে কে সঠিক ! এই কথা শুনে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, " তখনই ঠান্ডা লাগে যখন বাতাস প্রবাহিত হয়, সুতরাং যদি দিনের বেলা বাতাস বয়ে যায় তবে দিনের বেলা ঠাণ্ডা থাকে। আর যদি রাতে বাতাস বইতে থাকে তবে রাতে ঠাণ্ডা থাকে। তোমরা দুজনেই যেহেতু মনে কর তুমিই সঠিক তো ঝগড়া করার কোনো কারণই আমিতো দেখছিনা। কারন দুজনই সঠিক, এটি নির্ভর করে বাতাসের উপর।" বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর এই কথা তাদের মধ্যে শান্তি এনে দিল। তারা তাদের ভুল বুঝতে পারল এবং একে অপরকে গ্রহণ করল। আগের মত দুই বন্ধু আবার শান্তিতে বসবাস করতে লাগল। প্রতিটি ঝগড়ার দুটি বিপরীত দিক থাকতে পারে এবং অনেক সময় উভয়ই সঠিক হতে পারে , প্রয়োজন শুধু একে অপরকে গ্রহন করা ও মতামতকে সম্মান করা ॥

মূল রচনা : More jataka tales)
অনুবাদ : সিস্টার অলি তজু এসসি

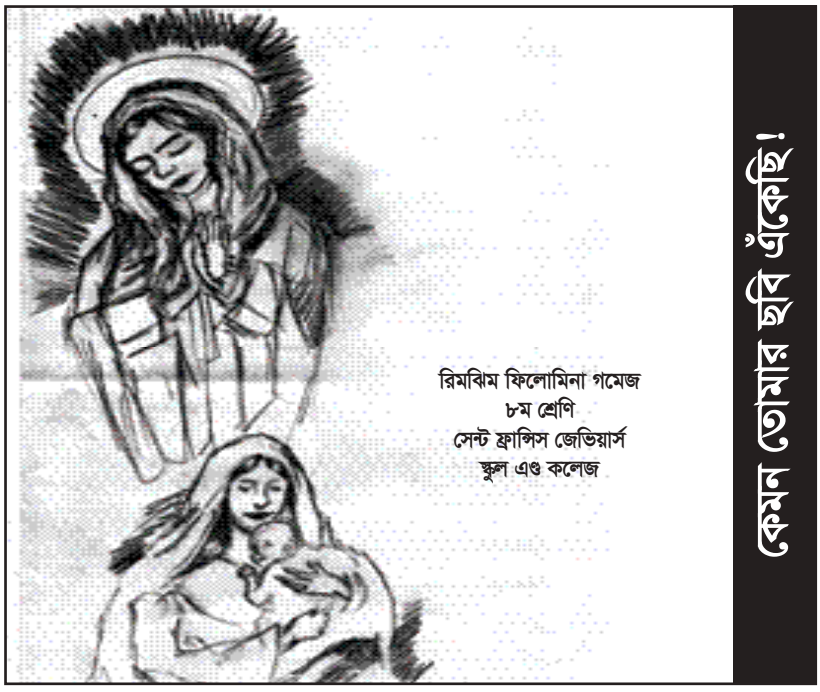

রিমঝিম ফিলোমিনা গমেজ
৮ম শ্রেণি
সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স
স্কুল এণ্ড কলেজ

কত উত্তর জানা নেই

জেভিয়ার শিয়োন বল্লভ

কত টাকার বিলাসী করার পর
এদেশে খাদ্য দ্রব্যের দাম কমবে।
কত পোশাক আমদানি করার পর
এদেশে পথ শিশুরা গায়ে জামা পড়বে।
কত আলিশান বাড়ি হবার পর
গরীব মানুষ নতুন ঘর করবে।
কত জমির জমিদার হবার পর
এদেশের আশ্রয়হীন মানুষ জমি পাবে।
কত ডাক্তার হবার পর
এদেশের মানুষ সরকারী সেবা পাবে।
কত দালানকোঠা তোলার পর
এদেশে বিনোদনের মাঠ পাবে।
কত টাকা চুরি করলে
এদেশের দুর্নীতি বন্ধ হবে।
কত এমপি, মন্ত্রী হলে
এদেশের সড়ক পথ ঠিক হবে।
কত স্কুল-কলেজ করলে
এদেশে সুশিক্ষিত হবে।
আর কত পুরুষ ক্ষমতাবান হবার পর
নারীরা সম-অধিরকার পাবে।
আর কত পত্রিকা অফিস হলে
ভালো খবর ছাপানো হবে।
আর কত ধর্মপ্রচারক হবার পর
ধর্মের প্রতি মানুষের অনুরাগ হবে।
আর কত প্রযুক্তি হবার পর
মানুষ প্রকৃতির যত্ন নেবে।
আর কত মিথ্যার পর
সত্য আলোকিত হবে।
আজ ও কত প্রশ্নের উত্তর নেই।

চার লাইনের ছড়া

মিল্টন রোজারিও

চোখের বদলে চোখ নয়
যে নেয় হাতে খঞ্জ,
ওরে অবুঝ এখনও বুঝলি না
তুই যে বোকা অন্ধ!!

বনানী পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে ডিকন অভিষেক অনুষ্ঠান

জের্ভাস গাব্রিয়েল মুরমু: গত ২৪ মে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ 'পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে' ডিকন অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ মে বৃহস্পতিবার বিকেল ৪:৩০ মিনিটে পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর পরিচালক ফাদার পল গমেজসহ অন্যান্য আবাসিক শিক্ষকমণ্ডলী এবং অভিভাবকদের উপস্থিতিতে ৮জন ডিকন প্রার্থীকে (বার্নাবাস মন্ডল, ব্লেইস সুমিত কস্তা, লুক আলবার্ট বাড়ৈ, বিনেশ মার্টিন তিগ্যা, গ্রেগরী মুকুট বিশ্বাস, সাগর জেমস তপ্ন, শেখর ফ্রান্সিস কস্তা ও সুবাস ফলিয়া) শুভেচ্ছা জানানো হয়। সহকারী পরিচালক ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমার প্রার্থনার মধ্য দিয়ে শোভাযাত্রা করে চ্যাপেলে প্রবেশ করা হয় এবং বিশেষ আরাধনা করা হয়।

পবিত্র ঘন্টার পর পবিত্র আত্মা উচ্চ ভবনে মঙ্গলানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ফাদার কোমল খান শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন এবং পরে প্রার্থীদের পরিচয় পর্ব, রাখী বন্ধনী, আশীর্বাদ অনুষ্ঠান ও প্রার্থীদের মিষ্টি মুখ করানো হয়। এরপর বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও, গঠন গৃহের পরিচালক মণ্ডলী, ফাদারগণ, সিস্টারগণ, ব্রাদারগণ এবং ডিকন প্রার্থীদের নির্দিষ্ট অভিভাবকগণ এগিয়ে এসে ডিকন প্রার্থীদের মিষ্টি মুখ করান। বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও বলেন, "৮জন ডিকন প্রার্থীদেরকে অভিনন্দন, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং অভিভাবকদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। আপনারা ডিকন প্রার্থীদের জন্য প্রার্থনা করবেন।" সমাপনী বক্তব্যে ফাদার পল গমেজ বলেন, "তারা দীর্ঘদিন গঠন গ্রহণ করে; তাদের আহ্বান আবিষ্কার করেছে। তাদের আহ্বানের পিছনে তাদের পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ভাইবোন, ফাদারগণ, সিস্টারগণ ও ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল ও যাকজবৃন্দ ডিকনদেরকে আহ্বান আবিষ্কার করতে সহায়তা করেছেন।" শেষে ফাদার স্ট্যানলী কস্তা শেষ প্রার্থনা করেন এবং বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও আশীর্বাদ প্রদান করেন।

২৪ মে, শুক্রবার ডিকন অভিষেক অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও। উপদেশবাণীতে তিনি ডিকনদের বিভিন্ন সেবাদায়িত্বের কথা উল্লেখ করে বলেন, "তারা ধর্মপাল, ধর্মযাজকদের নামে সেবা করবে; এমনকি পুণ্যবেদীতে তারা সেবা করবে। দীক্ষাস্নান সংস্কার, রোগীদের অন্তিম ক্রিয়ানুষ্ঠান প্রদান, মণ্ডলীর হয়ে মঙ্গলবাণী ঘোষণা, প্রার্থনা, নিজেদের জন্য এবং ঐশজনগণের জন্য; যাতে ঈশ্বরের সাথে ও তাঁর সান্নিধ্যে বাস করতে পারে। তোমরা আজকে যারা ডিকন পদে মনোনীত হতে যাচ্ছ; তোমরাও পবিত্র আত্মা দ্বারা ন্যায়-অন্যায় ও মঙ্গলবাণী প্রচার করতে সচেষ্ট থাকবে।

এরপর ১১: ৪৫ মিনিটে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়। পরিসেবকদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ভাষায় নাচ-গান ও অভিনয়ের আয়োজন করা হয়। পরিশেষে ফাদার পল গমেজ সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান এবং শেষে বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও শেষ আশীর্বাদ প্রদান করেন। দুপুরের আহার গ্রহণের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

অনুষ্ঠানে ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার এবং ডিকন প্রার্থীর অভিভাবক, আত্মীয়স্বজন ও খ্রিস্টভক্তগণসহ প্রায় ৫০০জনের মতো উপস্থিত ছিলেন।

মুক্তিদাতা স্কুলে আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি মেলা এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৪

ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন সিএসসি: যুব ও শিক্ষক গঠন কর্মসূচি, কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল এবং রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় শিক্ষা কমিশনের আয়োজনে গত ২৫ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ শনিবার দিন ব্যাপি মুক্তিদাতা হাই স্কুলে অতি আনন্দ-উল্লাসে ও ভাবগাম্ভির্যতা সহকারে আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান, কৃষি, ভূগোল ও শিল্প-সংস্কৃতি মেলা এবং শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের শিক্ষা কমিশনের সেক্রেটারি ও বনপাড়া ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার দিলীপ কস্তা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভিকার জেনারেল, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ ও মুক্তিদাতা হাই স্কুলের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী, সভাপতিত্ব করেন কারিতাস রাজশাহী অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক মি. ডেভিড হেম্ব্রম এবং ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন সিএসসি, প্রধান শিক্ষক, মুক্তিদাতা হাই স্কুল।

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত মধ্য ভিকারিয়া ও উত্তর ভিকারিয়া থেকে আগত মোট ছয়টি স্কুল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রকল্প প্রদর্শন ও শিক্ষা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের প্রতিভা ফুটিয়ে তোলে। দিনের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে প্রধান অতিথি বলেন, কেবল মাত্র বইয়ের জ্ঞানই মানুষকে জ্ঞানী করে না, সাংস্কৃতিক চর্চা বা বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার্থীরা সংস্কৃতিমনা ও বিজ্ঞান মনস্ক হয়ে উঠবে, এবং বিজ্ঞান মনস্ক হলে তাদের মধ্য থেকে কুপমন্ডুকতা বা কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাসও থাকবে না। সাংস্কৃতিক চর্চা আমাদের মনকে উদার করে। এছাড়াও বিশেষ অতিথি, সভাপতি ও আহ্বায়ক তাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক চর্চা করার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই অতিথিদের নৃত্যের মাধ্যমে বরণ, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত করা হয়। অতপর যথারীতি আসন গ্রহণ, উদ্বোধনী নৃত্য, অতিথিদের ফুল, ব্যাজ ও উত্তোরিয় প্রদান, স্টল পরিদর্শন, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচি সমাপ্ত করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ছয়টি স্কুলের মধ্যে প্রতিযোগিতায় মুক্তিদাতা হাই স্কুল মোট ১১টি পুরস্কার পেয়ে এগিয়ে ছিল।

তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে নব দম্পতিদের জন্য সেমিনার

ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও: গত ১০ মে, শুক্রবার ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পরিবার কল্যান ও আসিফা উপ-পরিষদের আয়োজনে নব দম্পতিদের জন্য একটি সংবর্ধনা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয় তেজগাঁও চার্চ কমিনিউটি সেন্টারে। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ, ফাদার মিল্টন রোজারিও এসজে, সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও, পালকীয় পরিষদের সহসভাপতি মি. জর্জ ঘোষ, কারিতাসের প্রাক্তন নিবার্হী পরিচালক মি. ড. আলো ডি. রোজারিও, ধর্মপল্লীর নবদম্পত্তিগণ, পরিবার কল্যান ও আসিফা উপ-পরিষদের আহ্বায়ক শিউলী রোজলিন পালমা এবং অন্যান্য সদস্যগন।

শুরুতেই প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠের মধ্য দিয়ে সেমিনার শুরু হয়। পরে বরণ নৃত্যের মধ্য দিয়ে সবাইকে বরণ করা হয়। এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্যে আহ্বায়ক শিউলী রোজলীন পালমা সবাইকে স্বাগতম জানান। পরে সকল নবদম্পত্তিরা নিজ নিজ পরিচয় তুলে ধরেন। নবদম্পতিদের ফুল ও পবিত্র পরিবারের ছবি দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। পাল-পুরোহিত তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে সকল দম্পতিদের শুভেচ্ছা জানান নতুন পরিবার গঠন করার জন্য এবং একই সাথে আহ্বান জানান একটি খ্রিস্টীয় ও আদর্শ পরিবার গড়ে তোলার জন্য। ফাদার মিল্টন রোজারিও এসজে পরিবার বিষয়ে বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের আলোকে সহভাগিতা করেন। এর পরে দম্পত্তিদের মধ্যে কয়েকজন তাদের নতুন পরিবার ও দাম্পত্য জীবন নিয়ে সহভাগিতা করেন। নতুন দম্পতিদের জন্য এ ধরনের সেমিনার যেন অব্যাহত থাকে সে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পরে ধন্যবাদমূলক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সেমিনার শেষ হয়।

কেল্লাবাড়ী ধর্মপল্লীতে পরিবারের রাণী মা মারীয়ার সেমিনার

সিস্টার সিসিলিয়া সিং এসসি : গত ২২ মে রোজ শুক্রবার কেল্লাবাড়ী ধর্মপল্লীতে "পরিবারের রাণী মা মারীয়া" মুলভাবের উপর বিশেষ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে শিশু ও মায়েদের সংখ্যা ছিল ১১০ জন। ২১ মে সন্ধ্যায় একটি ভক্তিমুলক নাচ এবং পাল-পুরোহিত ফাদার কারলুশ টপ্য ও সিস্টার মারীয়া গরেট্রির মোমবাতি প্রজ্জলনের মধ্য দিয়ে সেমিনারের শুভ উদ্বোধন করা হয়। এরপর মা মারীয়াকে নিয়ে শোভাযাত্রা করে রোজারীমালা প্রার্থনা করা হয়।

পরেরদিন পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। খ্রিস্টযাগের পর মূলভাবের আলোকে সহভাগিতা করেন সিস্টার মারীয়া গরেট্রি ক্রুশ এসসি, ফাদার জাখারিয়াস মার্ডী, সিস্টার সিসিলিয়া সিং এসসি এবং ফাদার আগাপি । ক্লাশের পরে সকলকে চারটি দলে ভাগ করা হয় এবং বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ফাদার ও সিস্টারগণ। পরিশেষে ফাদার কারলুশ টপ্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষনা করেন। দুপুরের আহার শেষে সকলে নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে যায়।

সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের শিক্ষকদের সাথে কারিতাসের মতবিনিময় সভা

কারিতাস ইনফরমেশন ডেস্ক, সিলেট: কারিতাস বাংলাদেশ সিলেট অঞ্চলের বাস্তবায়িত "বাংলাদেশের প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ও মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে সমাজকল্যাণ, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নে অভিগম্যতার সক্ষমতা প্রকল্প (এসডিডিবি উদ্যোগে গত ১৩ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে আঞ্চলিক পর্যায়ে কারিতাস বাংলাদেশ এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের শিক্ষকদের সাথে সকাল ১০টায় শিক্ষক মিলনায়তনে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকর্ম বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক মিজানুর রহমান এবং সমাজকর্ম বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ। শুভেচ্ছা বক্তব্যের শুরুতে বিভাগীয় প্রধান কারিতাস বাংলাদেশ সিলেট অঞ্চলের প্রতিনিধিদের শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এরপর কারিতাস বাংলাদেশের পরিচিতি ও কার্যক্রম বিষয়ে সহভাগিতা করেন আঞ্চলিক পরিচালক মি. বনিফাস খংলা। এসডিডিবি ও সমতা প্রকল্পের কার্যক্রম সহভাগিতা করেন সক্ষমতা প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার মি. চন্দন রোজারিও এবং এসডিডিবি প্রকল্পের জুনিয়র কর্মসূচি কর্মকর্তা মি. লুটমন এডমন্ড পড়ুনা। কারিতাস মাইক্রোফাইন্যান্স এবং কারিতাস কারিগরি শিক্ষার অগ্রগতি ও অবদান সম্পর্কে সহভাগিতা করেন কারিতাস মাইক্রোফাইন্যান্সের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মি. অনুব্রত ধর। এর পর নতুন প্রজন্মের কাছে প্রতিবন্ধিতা, মাদকাসক্ত, প্রবীণ বিষয়টি তুলে ধরা এবং মাঠ পর্যায়ে ইন্টারনি কার্যক্রম বাস্তবায়নে কারিতাস বাংলাদেশের প্রকল্পগুলো নির্বাচিত করার বিষয়ে উন্মুক্ত আলোচনায় শিক্ষকগণ বিভিন্ন মতামত, পরামর্শ এবং সহযোগিতা কামনা করেন। শিক্ষকগণ বলেন কারিতাস বাংলাদেশের অতি প্রাচীনতম একটি বেসরকারী সংস্থা। শিক্ষকদের মধ্যে কেউ কেউ ইতিপূর্বে কারিতাসে ইন্টারনি এবং গবেষণার কাজ করেছেন। এই সংস্থার কার্যক্রম জনগণের উন্নয়ন এবং দৃশ্যমান হওয়ায় আগামীতে আবারও কারিতাসের বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্যে অনেকেই তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। উক্ত সভায় মোট ২৫ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিল। মতবিনিময় সভা সঞ্চালনের দায়িত্বে ছিলেন সহকারী অধ্যাপক প্রিয়াংকা ভট্টাচার্যী। অতপর মধ্যাহ্নভোজের মধ্য দিয়ে মতবিনিময় সভার সমাপ্তি ঘটে।

কারিতাস বাংলাদেশ

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট

২, আউটার সার্কুলার রোড, শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭

৬ মাস, ১ বছর ও ২ বছর, মেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস বাংলাদেশের অধীনে পরিচালিত কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্টের আওতায় চলমান বিভিন্ন প্রজেক্টের মাধ্যমে ৬ মাস, ১ বছর ও ২ বছর মেয়াদী বিভিন্ন ট্রেডে আগামী ৩০ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি করা হবে। এই প্রশিক্ষণগুলো আগামী জুলাই ০১, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ হতে শুরু হবে। এ প্রেক্ষিতে নিম্নে বর্ণনা অনুযায়ী যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীদের অগ্রাধিকারভিত্তিতে ৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

১। প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তির যোগ্যতা: ক) বয়স: ছেলে ও মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৬ হতে ২৫ (বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন/ বিধবা/ তালাকপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য), খ) শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫ম শ্রেণি হতে এসএসসি পর্যন্ত (বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন/ বিধবা/ তালাকপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য), বয়রা টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এর প্রশিক্ষণার্থীদের অষ্টম শ্রেণি থেকে এসএসসি পাশ, গ) বৈবাহিক অবস্থা: অবিবাহিত (নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়), ঘ) পারিবারিক অবস্থা: অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র পরিবারের যুবক/যুব নারী, ঙ) পারিবারিক মাসিক আয় সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা, চ) অগ্রাধিকার: কারিতাস সহযোগী দলের পরিবারের সদস্য/ পোষ্য, আদিবাসী/ উপজাতি, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, প্রতিবন্ধী, গরীব-ভূমিহীন দরিদ্র ছেলেমেয়ে।

২। বাছাই পদ্ধতি: লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করা হবে।

বিবরণ	আরটিএস/ বিটিটিআই/ ডিটিসি প্রজেক্ট	সিডি-এমটিটিপি/ এনডিএস প্রজেক্ট
যে সকল ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়	(ক) অটো মেকানিক/ অটোমোবাইল (খ) ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স/ ইলেকট্রিক্যাল (গ) ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন (ঘ) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশন (ঙ) মেশিনশপ প্র্যাকটিস (চ) কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স (ছ) সুইং মেশিন অপারেশন এন্ড মেইনটেনেন্স/ টেইলারিং এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং/ টেইলারিং এন্ড গার্মেন্টস মেশিন অপারেশন।	(ক) অটো মেকানিক (খ) টেইলারিং এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং
মেয়াদ কাল	৬ মাস/ ১ বছর / ২ বছর (সেমিস্টার পদ্ধতি)	৬ মাস/ ৩ মাস
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	(ক) প্রথম সেমিস্টার (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক) (খ) দ্বিতীয় সেমিস্টার (ব্যবহারিক ও অন জব ট্রেনিং)	তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক
আবাসন সম্পর্কিত	আবাসিক সুবিধা রয়েছে	আবাসিক ব্যবস্থা নেই।
ভর্তি ফি	সর্বনিম্ন ২০০/- টাকা (অঞ্চল ভেদে কম বেশি হতে পারে)	২৫০/- টাকা
মাসিক টিউশন ফি	১,০০০/- টাকা (অঞ্চল অনুসারে কম বেশী হতে পারে)।	১৭৫/- টাকা (অঞ্চল ভেদে কম বেশী হতে পারে)।

বিশেষ: ভর্তির ক্ষেত্রে সকল ট্রেড নারীদের জন্য উন্মুক্ত।

৪। সাধারণ তথ্যাবলী: (ক) সাদা কাগজে জীবন বৃত্তান্তসহ স্বহস্তে লিখিত দরখাস্ত জমা দিতে হবে; (খ) ২ কপি সদ্যতোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি দিতে হবে; (গ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের কপি; (ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক নাগরিকত্ব সনদপত্রের কপি; (ঙ) আরটিএস/ বিটিটিআই/ডিটিসি এর নিয়মিত কোর্সে (৬ মাস ও ১/২ বছর) ভর্তির সময় অবশ্যই রেজিস্টার্ড চিকিৎসক কর্তৃক শারীরিকভাবে সক্ষম মর্মে মেডিক্যাল রিপোর্ট দাখিল করতে হবে (বিশেষ করে Hb%, R/M/E, RBS and X-Ray Chest P/A) মেডিক্যাল রিপোর্ট দাখিল করতে অপারগ হলে ভর্তি ফি'র সাথে অতিরিক্ত ৫০০/- -৮০০/- (পাঁচশত-আটশত) টাকা স্কুলে জমা দিতে হবে; (চ) আরটিএস/বিটিটিআই/ ডিটিসি এর ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ক্যাম্পাসে ফ্রি থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে; (ছ) কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীদের নৈতিকতা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়; (জ) সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারীদের কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্টের সনদপত্র এবং কোর্স শেষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী বা কর্মসংস্থানের জন্য সহযোগিতা প্রদান করা হয়; (ঝ) পাশকৃত প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হয়।

৫। এলাকাভিত্তিক স্কুলগুলোর ঠিকানা ও মোবাইল ফোন নম্বর

আরটিএস/ বিটিটিআই/ডিটিসি	
অধ্যক্ষ আমরা সি. জে. ইয়াং টেকনিক্যাল স্কুল বাকেরগঞ্জ, বরিশাল মোবাইল ফোন: ০১৭৬১৭৩২০০০	অধ্যক্ষ কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল বনিপাড়া, মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ মোবাইল ফোন: ০১৭৩০৩৬৪১০৬/ ০১৭৪৮৬৪৪১৯৯
অধ্যক্ষ ব্রাদার ফ্রেডরিক টেকনিক্যাল স্কুল শাহমীরপুর, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম মোবাইল ফোন: ০১৭৩০৩৬৪১০৩	অধ্যক্ষ কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল আকন্দপাড়া, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ মোবাইল ফোন: ০১৭৩০৩৬৪১০৭
অধ্যক্ষ ব্রাদার হোসেন টেকনিক্যাল স্কুল কমলাপুর, সাভার, ঢাকা, মোবাইল ফোন: ০১৬২১৯৪৪১৭২	অধ্যক্ষ কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল বনপাড়া, বড়াইগ্রাম, নাটোর মোবাইল ফোন: ০১৭৩০৩৬৪১০৮
অধ্যক্ষ শহীদ আমার দুলাল টেকনিক্যাল স্কুল দিনাজপুর মোবাইল ফোন: ০১৭৩০৩৬৪১০৫	অধ্যক্ষ কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল ইছাপুর, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার মোবাইল ফোন: ০১৯৯০০০১৪৪০
অধ্যক্ষ বয়রা টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বাস্তুহারা, বয়রা, খুলনা মোবাইল ফোন: ০১৭১২৯৩১৬৫৩	ইনচার্জ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার জয়রামপুর, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর মোবাইল ফোন: [illegible]

আরটিএস/ বিটিটিআই/ডিটিসি	
টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস বরিশাল অঞ্চল সাগরদি, বরিশাল-৮২০০ মোবাইল ফোন: ০১৭১৯৯০৬৪৭৩	অধ্যক্ষ কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল বনিপাড়া, মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ মোবাইল ফোন: ০১৭৩০৩৬৪১০৬/ ০১৭৪৮৬৪৪১৯৯
টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল ভাটিকেশর, ময়মনসিংহ- ২২০০ মোবাইল ফোন: ০১৬২৫১১৩১৭৫	অধ্যক্ষ কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল আকন্দপাড়া, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ মোবাইল ফোন: ০১৭৩০৩৬৪১০৭
টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চল পো: বক্স নং. ৮, দিনাজপুর- ৫২০০, মোবাইল ফোন: ০১৭১২৫৬৭৬৪৪	এসিস্ট্যান্ট এমপ্লয়মেন্ট প্রমোশন এন্ড ট্রেনিং অফিসার কারিতাস সিলেট অঞ্চল নুরমহল, বাগিচা সিলেট-৩১০৩ মোবাইল ফোন: ০১৮১৮১৩৪১৬৪

কারিতাস কেন্দ্রীয় অফিস	
প্রজেক্ট অফিসার, সিডি-এমটিটিপি মোবাইল ফোন: ০১৯৮০০০৮৫৮৬	ইনচার্জ, সিটিএসপি মোবাইল ফোন: ০১৭১৮৮০১৪৫২ (dipok_ekka@caritasbd.org)

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট - কারিগরি শিক্ষায় একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

বিজ্ঞ: ১১৬/২৪

URGENT EMPLOYMENT NOTICE

Caritas Bangladesh (CB) is a national and non-profit development organization operating in Bangladesh since 1967. It has its Central Office in Dhaka and eight Regional Offices (Barishal, Chattogram, Dhaka, Dinajpur, Khulna, Mymensingh, Rajshahi and Sylhet Region). CB is implementing 91 on-going projects covering 201 Upazilas focusing on six main priorities i.e i) Social Welfare for Vulnerable Communities (SWVC), ii) Education and Child Development, iii) Nutrition and Health Education, iv) Disaster Management, v) Ecological Conservation and Food Security (ECFS), and vi) Development of Indigenous Peoples.

Caritas Bangladesh is inviting applications from the eligible candidates **(men and women)** for an immediate appointment as well as to prepare a panel list for the position of Secretary for its Central Office in Dhaka.

The details of the position including job responsibilities, educational qualification and other qualities /competency required for the above position are given below for information:

Details of Position:

- Position : **Secretary**
- No. of Position : One
- Age : 25-40 years (as on 31.05.2024) may be relaxed for the highly experienced candidate.
- Job Location : Central Office, Dhaka
- Salary Range : Tk. 35,000/- (consolidated) per month
- Bonus : as per policy of the organization

Educational Qualification:

- The candidate must have a Bachelor's degree. However, the candidates having post graduate degree will be given preference. Professional qualification, such as Diploma in Secretarial Science will be treated as an additional qualification.

Experience, Knowledge, Skills and Abilities Requirements:

- Should have high level of competence with Microsoft Excel, Word, PowerPoint, composing English and Bangla etc., is essential.
- Should have at **least two year's working experience** in similar position in any reputed organization
- Should be fluent both in writing and speaking English.
- Should have ability to translate various documentation from English to Bangla and vice versa.
- Should be self-driven and positive to work in a team.
- Should have "can do' attitude and able to handle multiple tasks managing priorities.
- Should be committed to work following organizational aims, values, principal and policies.
- Should have excellent interpersonal, organizational and communication skills.

Key Responsibilities:

- Receive and screen telephone calls and responds and take message in absence of the concerned Director.
- Prepare various correspondence/letters, reports and documents through MS Word, MS Excel, Power Points/ Presentation software, etc.
- Receive/Send, sort and register all incoming and outgoing correspondence including email.
- Responsible for dispatching letters/reports/documents.
- Responsible for filling and preservation of official correspondence and documents in a systematic way
- Provide secretarial support and take minutes of various meetings and report timely manner.
- Receive visitors and set-up appointments and giving on time reminders, maintain diary of future program for the Directors and preserve records of previous programs.
- Maintain confidentiality on any matter for interest of the organization.

The selected candidate will be appointed on temporary basis initially for six months which may be extended for future period subject to the satisfactory performance and requirements of the Organization. If you feel you are the right person for the above position, you are invited to apply with a complete CV with the names of two referees (not relative) from present and previous employer, two passport size photographs and copies of all educational and experience certificates including National ID to: **Director, Finance and Administration, Caritas Bangladesh, 2, Outer Circular Road, Shantibagh, Dhaka-1217 by 13.06.2024.**

The candidates who are presently work under Caritas Bangladesh and have the required qualification should apply through proper channel with approval of the Project/Regional/Central Management.

Only short-listed candidates will be called for written test and Interview. Incomplete applications will not be considered, and the organization reserves the right to reject any application or to cancel or postpone the recruitment process for any reason whatsoever. Applicants are requested to visit **www.caritasbd.org/ or Facebook: https://www.facebook.com/Caritasbangladesh2016** to know about Caritas.

ANY KIND OF PERSONAL CONTACT AND OR PERSUASION WILL BE TREATED AS THE DISQUALIFICATION OF THE CANDIDATE

Caritas Bangladesh (CB) is committed to recognize the personal dignity and rights of all people we work, especially vulnerable groups regardless of gender, race, culture and disability and conduct its programs and operations in a manner that is safe for the children, young people and vulnerable adults it serves. Caritas Bangladesh has zero tolerance towards inodents of violence or abuse against children or adults, including sexual exploitation or abuse, committed either by employees or other affiliates with our work. **To this aim, we follow recruitment practices according to our safeguarding policies.**

Caritas is an equal opportunities employer.

বিজ্ঞ : ১২৪/২৪

অনন্তকাল প্রস্থানের

১১তম বর্ষ

প্রয়াত :-

Francis D' Cruze

জন্ম: ১১ আগষ্ট ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে
মৃত্যু: ২ জুন ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে
শুলপুর ধর্মপল্লী, কড়-বাড়ী, মুন্সিগঞ্জ।

প্রিয়বাবা,

দেখতে দেখতে কেটে গেল ১১টি বছর। কিন্তু বাবা, তোমার অস্তিত্ব তোমার অনুপস্থিতিতে আরো বেশী জাগ্রত ভাবে মনটা কাঁদে বারে বারে। তোমার জীবনদ্দশায় তুমি যে ছিলে আমাদের কতটা আপন কতটা নিরাপদ আশ্রয় আর ভালবাসার মহাসমুদ্র, তা হয়তো বা অনুধাবন করতে পারবো না। কিন্তু আজ বুঝি তুমি যে ছিলে আমাদের ত্রিভুবনের বিশাল এক ছাতার মত। বাবা আজ তুমি আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু থাকবে তোমার স্মৃতি, যতদিন বেঁচে থাকবো এই নশ্বর ধরায়।

বাবা তুমি আজ ধরাধামের সুখ-দুঃখ, রোগ-জ্বরা উত্তীর্ন করে, পিতা-পরমেশ্বরের পরম করুণাময়ের স্বর্গধামের এক গর্বিত বাসিন্দা। আমাদের জন্য আর্শীবাদ করো যেন, একদিন আমরাও তোমার সাথে স্বর্গধামের বাসিন্দা হতে পারি।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
ছোট মেয়ে-পারভিন রোজারিও
Sydney-Australia

বিজ্ঞ/১১৮/২৪

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ২০
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 20
Regd. No. DA-33
❖ 2 - 8 June, 2024, ১৯ - ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

মমতাময়ী মায়ের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

মা: প্রয়াত মার্টিনা ক্রুশ
জন্ম: ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৩ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: হারবাইদ, পূবাইল, গাজীপুর

"মরণ
সাগড় পাড়ে,
তোমরা অমর
তোমাদের স্মরি"

স্বর্গের অনন্ত যাত্রার বাবার ২৪তম মৃত্যুবার্ষিকী

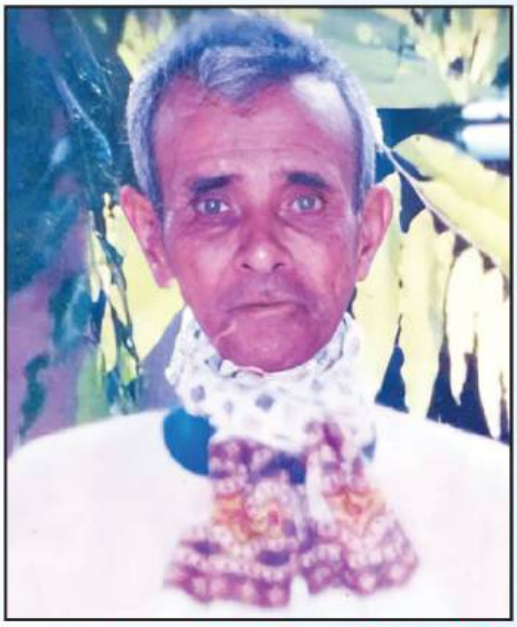

বাবা: প্রয়াত গোলাপ ক্লেমেন্ট রোজারিও
জন্ম: ৩০ জানুয়ারি, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৪ জুলাই, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: হারবাইদ, পূবাইল, গাজীপুর

প্রিয় বাবা ও মা,

আমাদের ছেড়ে আজ তোমরা ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে স্বর্গ লাভ করতে চলে গেলে। নিয়তির নিষ্ঠুর নিয়মে, আমরা যদিও তোমাদের হারিয়েছি, তবুও তোমরা রয়েছ আমাদের হৃদয় জুড়ে। আর সেখানেই থাকবে সব সময়; কখনও হারিয়ে যাবে না। মা, বাবার মৃত্যুর পর তোমার সেই কষ্টগাঁথা জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়ে, একজন স্বার্থক মা হয়ে আমাদের মানুষের সেবায় কাজ করতে অনুপ্রাণিত করেছ। আজ তোমাদের মৃত্যুবার্ষিকীতে আমরা শ্রদ্ধাভরে ও কৃতজ্ঞতা সাথে স্মরণ করি। তোমাদের রেখে যাওয়া সকল আদর্শ, আদেশ-নির্দেশ ও স্মৃতি আমাদের জীবন চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে।

বিশ্বাস করি, তোমরা আছো আনন্দলোকে, পরম পিতার সান্নিধ্যে প্রার্থনা ও আশীর্বাদ করো মা ও বাবা, তোমাদের জীবনাদর্শে আমি যেন জীবনের বাকীটা পথ চলতে পারি এবং তোমাদের নাতিকে সুপথে পরিচালিত করতে পারি।

তোমাদের আদরের ছোট মেয়ে এবং পরিবারবর্গ

রত্না রোজারিও
ও নাতি: রেইন লেনার্ড রোজারিও
নিউ ইয়র্ক, আমেরিকা

বিজ্ঞ/১১৫/২৪

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org